HIMALAYA-KAVYA.

BY

ALOKANATH NYAYABHUSHANA,

Late Senior Scholar and Head Pandit, Calcutta Government Sanskrit College.

হিমালয়-কাব্য।

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত-বিদ্যামন্দিরের উন্নতবৃত্তিমচ্ছাত্রচর
ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান ব্যাকরণাধ্যাপক

শ্রীআলোকনাথ ন্যায়ভূষণ

প্রণীত।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধুমন্যে........."

কালিদাস।

কলিকাতা

আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্ ১৪০। ৭ এবং ১৪০। ৭। ১ নং ভবন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
খৃঃ অব্দ ১৯১১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত।

৫ নং নন্দকুমার চৌধুরীর সেকেণ্ড লেন সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৮।

Price 6 Annas. মূল্য।৵০ আনা।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪	১০	তুরী	তূরী
৩৬	১৪	থান	থাম
৪২	৮	স্নেহ	স্নেহ
৬৩	১৫	শোভা	শোভে
৭৪	২	নাদ	নদে
৮২	১৭	মস্তূক	মণ্ডূক
১১৪	১৭	সযয়	সময়

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহাদিগের অসীম অনুগ্রহে আমি দুর্লভ মানবজন্ম
লাভ করিয়াছি;
যাঁহারা আমার পক্ষে পরমারাধ্য প্রত্যক্ষ
দেবতা স্বরূপ ছিলেন;
যাঁহাদিগের সরল, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ ও পরদুঃখকাতর
জীবনের স্মৃতিমাত্র অধুনা এ জগতে
আমার ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াছে;
ভাগ্যহীন হইবার পর বহুকাল গত হইলেও
যাঁহাদিগের প্রফুল্ল কমলতুল্য সৌম্য অথচ গম্ভীর, সস্মিত
ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল স্মৃতিতুলিকাদ্বারা মদীয় চিত্তপটে
অক্ষয় ও সমুজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত ও চিত্রিত
করিয়া রাখিয়াছি;
যে পুণ্যপ্রতিমা দুইখানি হৃদয়ফলকের সহিতই হয় ত এক
দিন অনন্ত বিস্মৃতি-সাগরে বিসর্জ্জন করিতে হইবে;
যাঁহাদিগের প্রসন্ন-বদন-সুধাংশু-বিগলিত, বিমল-চন্দ্রিকাবৎ
বিশদ, সুস্নিগ্ধ ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং সুমধুর চিত্ত-
রসায়নভূত-সান্ত্বনা-বচন অদ্যাপি আমার কর্ণ-কুহরে
অনুরণিত হইয়া অমৃতসিঞ্চনপূর্ব্বক মদীয়
নৈরাশ্যপূর্ণ উদাস-হৃদয়-মরুতে আশাবীজ
অঙ্কুরিত করিয়া অনুক্ষণ আমাকে
আশ্বস্ত করিতেছে;

যাঁহাদিগের অনুপম স্নেহ ও অকৃত্রিম বাৎসল্যের চিন্তা
ক্লেশ-প্রপঞ্চময়, তাপত্রয়-সন্তপ্ত, সংসার-চিতা-
নলে আমার দগ্ধ-হৃদয়ের পক্ষে শান্তি-
বারি-স্বরূপ হইয়াছে ;

অদ্য

সেই স্বর্গারূঢ়া, স্বর্গাদপি গরীয়সী, জননী আনন্দময়ী দেবী

এবং

নিখিল স্বর্গধর্ম্ম ও তপস্যার সমষ্টিভূত পূজ্যপাদ স্বর্গীয়-
জনক নবকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের
সুপবিত্র দেবমূর্ত্তিদ্বয়কে তদনুধ্যান-পবিত্রীকৃত-মদীয়-
হৃদয়ৈক-সিংহাসনোপরি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া
তত্রভবদীয় পাবন শ্রীচরণোদ্দেশে
আমার মানসোদ্যানের নিভৃত অন্তস্তল হইতে
সযত্নাবচিত "হিমালয়-কাব্য" রূপ
এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিয়া
অসার জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম।

১৪০।৭ এবং ১৪০।৭।১নং
আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।
১লা আশ্বিন ১৩১৮সাল।

পরমারাধ্য ভগবৎ পূজ্যপাদ ৺ মহা-
গুরুদ্বয়ের পাদানুধ্যাত অকৃতী
অজ্ঞান ও অকিঞ্চন সন্তান
প্রণতিনম্র
শ্রীআলোকনাথ দেবশর্ম্মা।

হিমালয়-কাব্য।

প্রথম সর্গ।

প্রণমি' চরণাম্বুজে, বিশ্বপূজ্যে শ্বেতভুজে
বিরিঞ্চি-তনুজে বাণি ! যাচি মা তোমারে,
ও অভয় পদতরি সাদরে হৃদয়ে ধরি'
যেন আজি যে'তে পারি কাব্যাম্বুধি-পারে ॥১॥

তুমি দয়া কর যা'রে, সে সুকৃতী পারাবারে
হেলায় ভেলায় চড়ি' পাড়ি দিয়া তরে ;
এ মহিমা কে না জানে, নতশিরে কে না মানে ?
ভারতি ! মিনতি তাই তারিতে পামরে ॥২॥

অতুল-সম্পাদ-পদ তব পদ-কোকনদ
মানস-সরসে যা'র সদা বিকসিত,
ভবে চিরবরণীয় নিত্য প্রাতঃস্মরণীয়
হেন ধন্য পুণ্য নর অমর-বন্দিত ॥৩॥

জ্ঞান-গরিমার কাণ্ড প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
কুন্দযন্ত্র সম ভ্রমে তব ইচ্ছাক্রমে ;
বেদ-মাতঃ ! বীণাযন্ত্রে শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্র মন্ত্রে
যন্ত্রীরূপে চালা'তেছ অসীম বিক্রমে ॥৪॥
অদ্বিতীয় যাতুকরি কুন্দকান্তি বাগীশ্বরি !
অঘটন ঘটে তব অমোঘ নিদেশে ;
শিলা ভাসে রত্নাকরে, জড় বিশ্বে অশ্রু ঝরে,
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় চক্ষের নিমেষে ॥৫॥
করুণা-কটাক্ষে তব ভবে কি বা অসম্ভব,
পাপ তাপ বিঘ্ন বাধা বিদূরে পলায়,
গগনে প্রসূন ফোটে, মূকমুখে বাক্ ছোটে,
পঙ্গু তুঙ্গ নগশৃঙ্গ লীলায় লঙ্ঘায় ॥৬॥
শ্মশান নন্দন বন, মরুভূমি প্রস্রবণ,
নিরয় অমরা হয় অবলীলাক্রমে ;
স্পর্শমণি-পরশনে লৌহ স্বর্ণ হয় ক্ষণে,
না গণি বিচিত্র ইহা ওমা বিশ্বরমে ! ॥৭॥
দুষ্প্রবৃত্তি দুরাচার ধ্যান জ্ঞান ছিল যা'র,
তব বরে সে পাষণ্ড দস্যু রত্নাকর
কাব্যোদ্যানে কল্পতরু, সুচরিতে জগদ্গুরু,
রামামৃতে বিশ্বমরু তাই মা ! উর্ব্বর ॥৮॥
এ সংসার-পারাবারে তোমা বিনা কে নিস্তারে
পতিত কিঙ্করে ওমা পতিততারিণি !

বরপুত্র কালিদাস বার মাস করে বাস
কবিকুল শির'পরে বিবুধ-রঞ্জিনি ! ॥৯॥
নিখিল জগতীতল করস্থ বদর ফল
সারদে ! প্রসাদে তব গণে কবিগণ ;
কিবা অবিদিত তা'র, যে সুজন অনিবার
চরণ-মুকুরে তব হেরে ত্রিভুবন ॥১০॥
একদা ভারতে দেবি ! তব শ্রীচরণ সেবি'
স্বর্গীয়-প্রতিভাশালী মহাকবিগণ
বিশ্বে ঢেলে' সুধাধারা করে'ছিল মাতোয়ারা,
আত্মহারা হ'য়েছিল বিশ্ববাসী জন ॥১১॥
ভারতের অধিষ্ঠাত্রি চতুর্বর্গফলদাত্রি
বাগ্দেবতে ! ভারতকে ঠেলিয়া চরণে,
না জানি নিশ্চিন্ত মনে কোথা আছ বরাননে !
গোলোকে, কৈলাসে কিংবা নন্দনকাননে ॥১২॥
অথবা এ দীন হীন দেশ তব সে প্রাচীন
লীলাস্থলী. অনুমানি কোন্ নিদর্শনে ;
যদি সে ভারত হ'বে, কি হেতু না হেরি তবে
তব পদ-সেবাব্রত বৈতালিকগণে ? ॥১৩॥
বসি' কাব্যতরুশিরে কুহরিয়া ধীরে ধীরে
একদা যে রামগানে ভুবন ভরিল,

১০। "করবদরসদৃশমখিলভুবনতলং যৎপ্রসাদতঃ কবয়ঃ।
পশ্যন্তি সূক্ষ্মমতয়ঃ সা জয়তি সরস্বতী দেবী॥" বাসবদত্তা।

অমৃত ঢালিয়া কাণে, জগত মোহিয়া তানে,
কোথা মা! সে কলকণ্ঠ বাল্মীকি-কোকিল? ॥১৪॥
অভিরাম গুণধাম পাবন শ্রীরাম নাম,
অবিরাম মুক্তকণ্ঠে জগতের কাণে
শুনা'তে যে হ'ত সারা, ধ্যানমগ্ন আত্মহারা
সে পিক নীরব কেন ভারত-শ্মশানে? ॥১৫॥
বিনা সেই আদি কবি মলিন এ বিশ্ব-ছবি,
মন্ত্রমুগ্ধ করে' হায়! নিখিল ভুবন,
রামামৃত ধরাতলে বরষিয়া গে'ছে চলে'
ভারতের জগতের সুকবি-রতন ॥১৬॥
যবে রামায়ণ খুলি, সেই সুমধুর বুলি
হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজে বীণার ঝঙ্কারে;
প্রাচীন ভারত নাই, স্বাধীন হৃদয় নাই,
ভারত আপন ধনে চিনিতে না পারে ॥১৭॥
এবে গাঢ় তমোময় ভারত ঘুমা'য়ে রয়,
ভারত-গৌরব-রবি অস্তাচলে গে'ছে;
আঁধারিয়া এ জগতে ভারত-গগন হ'তে
একে একে মহাকবি-তারকা খসে'ছে ॥১৮॥
কোথা সত্যবতী-সুত স্বর্গীয়-প্রতিভাযুত
মহাভারতের কবি ঋষি দ্বৈপায়ন?
বাণি! তব বীণাধ্বনি আজ' হৃদে বাজে গণি,
ভারত-কবিতা পাঠ করি মা! যখন ॥১৯॥

রত্নাকর, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ, ভট্টনারায়ণ,
মুরারি ও ভর্ত্তৃহরি ভারতের সারি সারি
কবিতা-সরোজ-রবি কোথায় এখন ? ॥২০॥

যাঁর অস্থি বক্ষে ধরে' কেন্দুবিল্ব গর্ব্ব-ভরে
অজয়-মুকুরে হেরে স্মেরানন ছবি,
কোথা লালিত্যের খনি সে বৈষ্ণব-চূড়ামণি
প্রাঞ্জল-রচনা-পটু জয়দেব কবি ? ॥২১॥

কোথা সে ত্রিকালদর্শী শ্রুতিমূলে সুধাবর্ষী
প্রাচ্যআর্য্যকুলোজ্জ্বল মহাকবিগণ ?
যাঁ'দের প্রতিভা-বলে একদা জগতীতলে
একলক্ষ্যস্থল ছিল ভারত-ভুবন ॥২২॥

কে আর সুমনোহারি শীতল সান্ত্বনা বারি
সিঞ্চিয়া জুড়া'বে ভব-দব-দগ্ধ প্রাণে,
তান-মান-লয় সনে বীণা-বিনিন্দিত স্বনে
মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র কে বা দেবে কাণে ? ॥২৩॥

স্বদেশে না পে'য়ে যত্ন সে সব ভারত-রত্ন
ঈশ্বরের কোন্ রাজ্যে উদিত এখন ?
আবার সে শুভ দিন আসিবে কি, দীন হীন
ভারতে তাঁ'দের হ'বে পুণ্য পদার্পণ ? ॥২৪॥

যা'কে রেখে'ছিলে অঙ্কে, মগ্ন হ'য়ে পাপ পঙ্কে
সে ভারত কেলিকুঞ্জ হ'য়েছে শ্মশান !

সুধী-ভৃঙ্গ পূর্ব্বমত গুঞ্জরিয়া অবিরত
বিমুগ্ধ করে না আর বিদগ্ধ-পরাণ ॥২৫॥
তব পদ-ছায়া বিনা ভারত-বিতন্ত্রী-বীণা
বাজায় বিরাগমাত্র ভবের বাজারে,
জ্ঞানে যা'রা কল্পতরু, জগতের শিক্ষা গুরু,
আজি তা'রা দিশাহারা, ঘৃণিত সংসারে ॥২৬॥
আর্য্য-বংশ-অবতংস তব পদ্মবন-হংস
কবীন্দ্র বাল্মীকি তথা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন
প্রেমাশ্রু-সিঞ্চন-স্নিগ্ধ ভক্তি-মলয়জ-দিগ্ধ
মহার্ঘ্য অর্ঘ্যের ভার করি' আয়োজন,—॥২৭॥
যাই ওমা বিশ্বরমে! ঢালিলেন সসম্ভ্রমে
সুরাসুর-বন্দ্য তব অনিন্দ্য চরণে,
তাই বীণা হাতে ল'য়ে মুগ্ধ তানমানলয়ে
মিটা'লে বিশ্বের ক্ষুধা সুধা-নিষ্যন্দনে ॥২৮॥
অধুনা গীর্ব্বাণ-বাণী লুপ্তপ্রায় বীণাপাণি!
নাই তন্ত্র-মন্ত্র-জ্ঞান নাই ভক্তি-গুণ,
সদা ঘুরি ভবঘোরে, কি ডোরে মা বাঁধি তো'রে,
নিরক্ষর, সর্ব্ব কার্য্যে অতি অনিপুণ ॥২৯॥
মা তোমার যে অনিন্দ্য সুন্দর পদারবিন্দ
বন্দে বৃন্দারক-বৃন্দ নন্দন উদ্যানে,
আজি মম মন্দমতি মনোভৃঙ্গ ব্যগ্র অতি
সে পদ-পঙ্কজ-দ্বন্দ্ব-মকরন্দ-পানে ॥৩০॥

পুণ্যহীন, গুণহীন, জ্ঞানহীন, অর্ব্বাচীন
এ দীনের কবি-কীর্ত্তি-লিপ্সা নাই মনে ;
শ্ববৃত্তিতে গে'ছে দিন, বাকি আছে যে ক'দিন,
বাসনা, বাগ্দেবি ! সেবি ও রাঙা চরণে ॥৩১॥

ভবরঙ্গে অভিনয় হ'য়েছে মা সাঙ্গপ্রায়,
বাকিমাত্র যবনিকা হইতে পতন ;
পারে যাইবার তরে র'য়েছি অপেক্ষা করে',
কতক্ষণে ডাক দেবে নাবিক শমন ॥৩২॥

তাই এই অকিঞ্চন করে এত আকিঞ্চন,
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পলতে ! রক্ষ এ কাতরে ;
তাই গুণ গুণ করে' মুগ্ধ চিত্ত-মধুকরে
চরণারবিন্দপ্রান্তে গুঞ্জরি' বিহরে ॥৩৩॥

স্থানে থেকে' কাণে শুনে' যদি বাণি ! নিজ গুণে
এ নির্গুণ অভাজনে দাও পদতরি,
তা'হ'লে নির্ভীক-প্রাণে সামান্য-গোষ্পদ-জ্ঞানে
সুদুস্তর কাব্যসিন্ধু অনায়াসে তরি ॥৩৪॥

'কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কদাপি নয়,
অকৃতী সন্তানে মার স্নেহ সবিশেষ',
এ দুরাশা জাগে যাই, প্রশ্রয়-প্রার্থনা তাই,
না থাক্ এ অধন্যের সদ্গুণের লেশ ॥৩৫॥

৩১। শ্ববৃত্তি,—অর্থাৎ কুক্কুরের জীবিকা। চাকরী করা ইতি ভাষা। „সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা।" মনু।

তব চির-সহচরী কল্পনারে সঙ্গে করি'
উর তবে বাগীশ্বরি ! মম হৃদাসনে ;
ভুলিয়া সংসার-জ্বালা বন-ফুলে গাঁথি' মালা,
পরাই মনের সাধে রাতুল চরণে ॥ ৩৬ ॥
দাও ক্ষীণ দেহে শক্তি, দাও দীন হৃদে ভক্তি,
তব পদ ভজি' চিত্ত-তুষাগ্নি নিবাই ;
অসার সংসার ভুলি' সাজিভরে' ফুল তুলি'
ও পদে অঞ্জলি দিয়া মুক্তিপদ পাই ॥ ৩৭ ॥
তুমি কাব্য, তুমি কবি, তব শ্রীচরণ-ছবি
আঁকিয়া মানস-পটে বিরিঞ্চি-নন্দিনি !
হেরিব মনের সাধে গান গা'ব নির্ব্বিবাদে,
অন্তরাল হ'তে ওমা অমৃতভাষিণি ! ॥৩৮॥
ভাল মন্দ এ বিচার কিছুরি ধারিনা ধার,
ও পদে সঁপে'ছি ভার ভক্তার্ত্তিহারিণি !
কি বিপদে কি সম্পদে উপলক্ষ্য পদে পদে
আছি ও রাজীব-পদে সিতাব্জ-বাসিনি ॥৩৯॥
মনোরথ পূর্ণ কর অজ্ঞান-তিমির হর,
জ্ঞানকাণ্ড-অধীশ্বরি ! হও গো সদয়া ;
তোমা বিনা এ দীনের গতি নাই উদ্ধারের,
তাই মা মঙ্গলময়ি ! মাগি পদ-ছায়া ॥৪০॥
সত্য-আদি যুগত্রয় ক্রমে পাইয়াছে লয়,
অনিত্য সংসারে কি বা চিরদিন রয় ;

নির্বাণ চিতায় যথা পূর্ণকুম্ভ জাগে তথা
অতীত-ভারত-সাক্ষী মাত্র হিমালয় ॥৪১॥
তাই ডাকি যোড়-করে বর দিতে এ কিঙ্করে
বাসনা হ'য়েছে আজি হিমাদ্রি-বর্ণনে ;
বরদে! অধুনা উর, দাসের দুরাশা পূর,
করুণা-নয়ন-কোণে হের অভাজনে ॥৪২॥
হর-গৌরী-মহনীয় গিরি কাব্য-বর্ণনীয়,
তাই আশা সহৃদয়-হৃদয়-রঞ্জনে ;
নিপুণ বা অনিপুণ কে ধরে বপ্তার গুণ,
গণে মাত্র ক্ষেত্রগুণ শস্য-উৎপাদনে ॥৪৩॥
শুক-মুখে কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ জুড়ায় যথা
নামেরি মাহাত্ম্য-বশে নহে শুক-গুণে,
তথা হিমালয়-কাব্য, গুণিগণ সুখশ্রাব্য
মানিবেন বস্তুগুণে নীচমুখে শুনে' ॥৪৪॥
তব বরপুত্রগণে 'বন্দি' একতান মনে
সভয়ে আসরে নামি, রক্ষ অনিপুণে ;
পাঠক ! চিত্তের তোষ না হ'লে সংবরি' রোষ
ক্ষমিও অজ্ঞের দোষ উদারতা-গুণে ॥৪৫॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে বস্তুনির্দ্দেশো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

৪৩। চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।
ন শালেঃ স্তম্বকরিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে॥ মুদ্রারাক্ষস।

দ্বিতীয় সর্গ।

বিরাট মূরতি ধরি'   তুষার-কিরীট পরি'
কটিদেশ নবঘন-বসনে আবরি'
কি ওঠে আকাশ পানে,   কিছু না বারণ মানে,
চপলা চরণতলে চমকে শিহরি' ॥১॥

উজ্জল ধবল শোভা   জগ-জন-মনোলোভা
চৌদিকে ঝলিছে যেন হীরক-বিতান ;
তরুণ-অরুণ-রাগে   ঝক্‌মেরে' পদ্মরাগে
রঞ্জিত শিখর শোভে সোণার নিশান ॥২॥

ক্রমে নীল সাদা লাল   ফেটে' পড়ে দীপ্তিজাল,
তিন মহানদী যেন বেগে শূন্যে ওঠে ;
যমুনা পশ্চাৎ ভাগে,   সরস্বতী মধ্যে জাগে,
ঢল নেমে' লালে লাল গঙ্গা আগে ছোটে ॥৩॥

হেরে' হয় অনুমান   তুলা-দণ্ড লম্বমান,
ভূলোক-দ্যুলোক-মাঝে বিরাজে গগনে ;
সৃষ্টিকালে যাহা ধরে'   তুলায় ওজন করে'
বিরিঞ্চি রচিয়াছেন এ তিন ভুবনে ॥৪॥

সূত্রধর সূত্র ধরে'   যেরূপ গঠন করে,
তথা বিশ্ব-রচনার পরিমাণ তরে,
ঐ মানদণ্ড ধরে'   বিশ্বকারু চরাচরে
নিরমিয়া রেখে'ছেন বুঝি বা অম্বরে ॥৫॥

কভু হয় অনুমান, নীলাম্বর-পরিধান
ঢল ঢল লালমুখ বলাই মাতাল
অধীর বারুণী-পানে হল মুষলের টানে
তোলপাড় করিতেছে আকাশ পাতাল ॥৬॥
অথবা দেবাদিদেব রুদ্ররূপী মহাদেব
সংহারিতে এ সংসার ধরে' মহাবল,
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ করে' উগরিছে অকাতরে
বদন ব্যাদান করি' ভীম কালানল ॥৭॥
বিদারি' অম্বরতল ছোটে তুঙ্গ শৃঙ্গদল
পরস্পর করে' যেন হেন আস্ফালন,—
তুলে' ল'য়ে তাগে বাগে কে পারে সবার আগে
বিলোপ করিতে এই নিখিল ভুবন ॥৮॥
প্রলয়-পয়োধি-জলে টলমল করে' ঢলে'
যায় বুঝি রসাতলে ভূলোক বিশাল ;
ভয়াকুল সুর নর, ধরা কাঁপে থরথর,
হেলে বাসুকির ফণা সামাল সামাল ॥৯॥
কভু মনে লয় হেন, ফেনিল জলধি যেন
ষাঁড়াষাঁড়ি বাণ ডেকে' ছুটিছে আকাশে ;
কিবা কোটী পূর্ণশশী চন্দ্রলোক হতে খসি,'
তূলরাশি মত আছে ভারতের পাশে ॥১০॥
কলিযুগে পুনঃ একি দেবাসুর মিলে' দেখি
ক্ষীরোদ সাগর সবে করিছে মন্থন ;

তাই উথলিয়া উঠে'   কোলাকুলি করে' ছুটে'
উত্তাল-কল্লোল-মালা ছাইছে গগন ॥১১॥
নহে উহা তুলা-দণ্ড,   নহে পরিমাণ-দণ্ড,
নহে হলী, নহে শূলী, নহে রত্নাকর,
নহে পুঞ্জীকৃত শশী,   নহে হীরকের রাশি,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল প্রালেয়-ভূধর ॥১২॥
বিশ্বম্ভররূপ ধরে'   বসে' আছে অকাতরে
সুবিশাল ভারতের বিশাল উরসে ;
হেলেনা দোলেনা ঝড়ে,   বজ্রাঘাতে নাহি নড়ে,
কালবশে জীর্ণ হ'য়ে তিলেক না খসে ॥১৩॥
উদীচ্য ভারত-সীমা   জুড়ে' শোভে ধবলিমা,
দুই ধারে ঠেকিয়াছে দুই পারাবার ;
প্রকৃতির বিরচিত   দুর্গপ্রায় সুঘটিত,
রত্নখনি ভারতের দুর্ভেদ্য প্রাকার ॥১৪॥
এ গিরির মধুরিমা   কি গরিমা কি মহিমা
বাখানি' নিঃশেষ করে হেন শক্তি ক'ার ;
মাধুরীর সীমা নাই,   গৌরবের অন্ত নাই,
অগাধ-সাগরসম মহিমা অপার ॥১৫॥
নিসর্গসুন্দরী হেথা   বিতরেন যেথা সেথা
মুক্ত-হস্তে অকাতরে শোভা-রাশি তাঁ'র,
হেথা নানা কুঞ্জ ক্ষেত্র   হেরিলে জুড়ায় নেত্র,
অলৌকিক সুষমার অক্ষয় ভাণ্ডার ! ॥১৬॥

অতি অপরূপ রূপ কে বুঝিবে রে স্বরূপ,
বিশ্বরূপ সম মনে জাগে অনিবার ;
আমরি রূপের নাই তুলনা দিবার ঠাঁই !
উপমা নাহিক মেলে জুড়িয়া সংসার ॥১৭॥

নগরাজ হিমালয় যে সে মহীধর নয়,
দেবতাত্মা হন ইনি জনক উমার,
হরের শ্বশুর ইনি তমোগুণাবেশে যিনি
মহাকালবেশে বিশ্ব করেন সংহার ॥১৮॥

তুষার মাখিয়া অঙ্গে শিখর তুলিয়া রঙ্গে
ফুঁড়িয়া গগনাঙ্গন সহে অকাতরে
তড়িৎ, করকাপাত, বাত্যা, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত,
যা হেরে' ভীরুর প্রাণ আতঙ্কে শিহরে ॥১৯॥

দুরারোহ তুঙ্গশিরে উঠে'পুনঃ ঘরে ফিরে'
জীবদ্দশায় কেহ আসিতে না পারে ;
যাই ওঠে কিছু দূরে, একবারে মাথা ঘুরে'
রুদ্ধশ্বাস হ'য়ে জীব যায় ভব-পারে ॥২০॥

সন্নিকটে ঘনঘটা ঢালিছে কালিমাচ্ছটা
দূর হ'তে মনে লয় হেরে' হিমালয়ে ;

১৮। "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়োনাম নগাধিরাজঃ।"

কুমারসম্ভব।

হিমালয়ের অধিষ্ঠাতা দেব, এই কথা না বলিলে মেনকাপরিণয় পার্ব্বতী-জননাদি চেতনযোগ্য ব্যবহারারোপ সঙ্গত হয় না।

২

কেহ কাছে আসে যাই, আত্মহারা হয় তাই,
অসীম-সুষমা-সুধা-হ্রদে মগ্ন হ'য়ে ॥২১॥
ভৃগু হ'তে যায় দেখা নদনদী রৌপ্য-রেখা,
কানন শৈবল-দল, মেঘ ধূমরাশি,
ধরিত্রী সাগরাম্বরা লক্ষ্য হয় যেন সরা,
অম্বুরাশি ধরা গ্রাসি' লোঠে পদে আসি' ॥২২॥
ঐ হরিদ্বারে গঙ্গা, ঐ গো কাঞ্চন-জঙ্ঘা,
ঐ গো ধবল গিরি, ঐ দেব-ডাঙা ;
যাহার গৌরীশঙ্কর, আছে এক নামান্তর,
সৌর-করে মাখা তাই দেখা যায় রাঙা ॥২৩॥
তুলনা নাহিক লাগে, সবার উপরে জাগে
তিন শৃঙ্গ,—খাড়া যেন রাক্ষস ত্রিশিরাঃ,—
উগরে রুধির-ধারা ; ফুটিতেছে শুক তারা,
ঠিকরিছে চুনি, মণি, পান্না, মতি, হীরা ॥২৪॥
মাখিয়া কিরণ-রঙ্, ধরিয়া নবীন ঢঙ্,
উপহাস করিবারে সুমেরু কৈলাসে,
যেন তিন মাথা তুলে' আপনার সীমা ভুলে'
শশি-সূর্য্য-লোকে পশে মনের উল্লাসে ॥২৫॥
পাতাল-উদর সম গহ্বর ভীষণতম
শ্মশানের মত আছে বদন বিদারি' ;
গাঢ় কুজ্‌ঝটিকারাশি চন্দ্রাতপ সম ভাসি'
স্তরে স্তরে তদুপরি শোভে সারি সারি ॥২৬॥

সূচিভেদ্য অন্ধকারে চিরঘেরা চারিধারে
ভীষণ কন্দর হেন অসঙ্খ্য এখানে ;
যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর গন্ধর্ব কিন্নর নর
কে রহে তা'দের মাঝে কেহ নাহি জানে ॥২৭॥
গৌরী-পদরজঃপূত ভূততত্ত্ব-সাক্ষীভূত
সুরনুত কি অদ্ভূত এ সৃষ্টি ধাতার ;
ভাবিলে গিরির কীর্ত্তি হেরিলে বা পুণ্যমূর্ত্তি,
হৃদয়ে অপূর্ব্ব স্ফূর্ত্তি না উপজে কার ? ॥২৮॥
যে সকল পুণ্য ঋষি হেথা সাধনায় বসি'
যোগমার্গে হ'য়েছেন বিমুক্ত-জীবিত ;
তাঁ'দের সুকৃত-বলে আসিলেই হিমাচলে
পাপাত্মাও মুক্তি-পথে হয় প্রধাবিত ॥২৯॥
মস্তকে চন্দ্রার্ক-লোক চরণে ভুজঙ্গ-লোক
অভ্যায়ত দেহে দশদিক্ ব্যাপ্ত হ'য়ে
দাঁড়া'য়ে আছেন যিনি ধরাধর-বৃন্দে জিনি',
বন্দি সেই সুর-সিদ্ধ-বন্দ্য হিমালয়ে ॥৩০॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে হিমালয়-রূপ-বর্ণনং নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

এ সংসারে যা'না মেলে, লভে লোক হেথা এলে,
অলকা অমরাবতী নন্দন-কানন
লুকান ছড়ান আছে, সুলভ ইঁহার কাছে,
মাথা খুঁড়ে' যা'না কেহ পায় কদাচন ॥১॥
রাজার প্রাসাদে নাই, দেবের মন্দিরে নাই,
কুবের-ভাণ্ডারে নাই, হেন মহাধন
অগণন আছে হেথা ছড়াইয়া যেথা সেথা,
হিমানী-মণ্ডিত শিরে ওঠে কোন্ জন ! ॥২॥
হিমবানে হেরে' হেন অনুমান হয়, যেন
ত্রৈলোক্যের রত্নরাশি একাধারে বিধি,
দেখিতে মানস করে', সাজা'লেন এ ভূধরে
একত্র সংগ্রহ করে' ব্রহ্মাণ্ডের নিধি ॥৩॥
নদনদী তরুলতা, কমনীয় কুঞ্জ তথা
কত আছে হিমাচলে কে করে বর্ণন ;
রজত-কাঞ্চন-খনি, হীরা, মতি, চুনি, মণি,
গণিয়া ফুরা'তে পারে নাহি হেন জন ॥৪॥
দু'ধারে গৈরিক ঘটা, প্রবাল রাশির ছটা,
হেরিলে অকাল সন্ধ্যা ভ্রান্তি জাগে মনে ;

কিবা মেঘ ভাঙা ভাঙা রবি-অস্তগমনে রাঙা,
সিঁদূরে চাঁদোয়া কিবা টাঙান গগনে ॥৫॥
সুরঞ্জিত ধাতু-রাগে সে সকল সানুভাগে
হেরে' কভু মনে লাগে অম্বিকার হাতে
চণ্ড মুণ্ড আদি যত অসুর হ'য়েছে হত,
এ রক্তিমা তাহাদের রুধির-ধারাতে ॥৬॥
গণ্ড শৈল কত শত করি-শাবকের মত
চৌদিকে কাতার দিয়া আছে থরে থর,
তরু-লতা-তৃণরাজি হরিত বরণে সাজি'
তদুপরি শোভে যেন হাওদা সুন্দর ॥৭॥
দিবানিশি আলো করে' প্রগাঢ় তিমির হরে'
স্ফাটিক প্রদেশ আছে ছড়া'য়ে দেদার ;
তদুপরি পড়ে' তোড়ে তপন-কিরণ ওড়ে
ধরিয়া তরল-লাল-নিশান-বাহার ॥৮॥
নদনদী শতশত লাফাইয়া অবিরত
সুদূর শিখর হ'তে ছাইছে গগন ;
যেন জটাধর-শিরে ত্রিদিব ভাসা'য়ে নীরে,
সুরধুনী সমাদরে ঢালিছে জীবন ॥৯॥
দিবাভাগে কুবলয় জুড়িয়া এ হিমালয়
সুকোমল পরিমল করে বিতরণ ;
যাই আসে নিশীথিনী আমোদিনী কুমুদিনী
বিকচ নয়নে হেরে সুধাংশু-বদন ॥১০॥

দেবদারু ঝাউবন বিরাজিছে অগণন,
সবে মিলে' ডালেডালে কোলাকুলি করে',
সারি সারি গুল্মপুঞ্জ মাঝে মাঝে রম্য কুঞ্জ,
আঁরামে হরিণ-যূথ ঘুমায় ভিতরে ॥১১॥
ভূমে তৃণ লতা পাতা সবুজ বিছানা পাতা,
বিচিত্র কুসুম-রাশি শোভে তদুপরে,
হেরে' হয় অনুভব, গালিচা কার্পেট সপ
ফুলকাটা পড়ে' আছে সবুজ চাদরে ॥১২॥
কুটজ-শৈলজ-গন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ
নাসারন্ধ্রে এনে' করে পরাণ আকুল ;
ধরিয়া নধর সাজ শোভে নানাবিধ গাছ,
তমাল, হিন্তাল, তাল, পিয়াল, বকুল ॥১৩॥
নদীতটে সমুন্নত প্রেত মূরতির মত
সারবন্দী হ'য়ে রয় বৃক্ষ অগণন,
বিটপের অন্তরালে খদ্যোত-স্ফুরণ-ছলে
আঁধার-দৈত্যের জ্বলে সহস্র নয়ন ॥১৪॥
লম্বা লম্বা সরু সরু ফলিত গুবাক তরু
অনিল-হিল্লোলে দুলে' দিতেছে বাহার,
হেরিলেই মনে লয় সারবন্দী হ'য়ে রয়,
রুক্ষকেশ নিশাচর অস্থি-চর্ম্ম-সার ॥১৫॥
যুগ-যুগান্তর-সাক্ষী সর্জতরু আদি শাখী
দিগ্‌দিগন্তরে শাখা প্রশাখা প্রসারি'

ঊর্দ্ধবাহু যোগরত তাপস-প্রবর মত
অধিত্যকা-ভূমি জুড়ে' আছে সারি সারি ॥১৬॥
বিদূর-ভূমিতে ঐ শলাকা রতনময়ী
নবীন মেঘের রবে বিলসে কেমন!
যাই রব লয় পায়, শলাকা মিলা'য়ে যায়,
কে কবে অদ্ভুত কাণ্ড হেরে'ছে এমন? ॥১৭॥
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঠেকে' ঠেকে' মাঝে মাঝে ঝেঁকে' ঝেঁকে'
হিমানী-গলিত নদনদী চারিভিতে,
লাফে লাফে ধায় তোড়ে, যেন বাণ ডেকে' ওড়ে,
অবিস্পষ্ট দেখা যায় শিখর হইতে ॥১৮॥
গভীর-গদ্‌গদ-নাদে আগে করে' এ বিবাদে
'কে পা'রে যাইতে আগে গুহার ভিতরে',
শেষে সবে মিলে' জুলে' প্রবেশিছে হেলে' দুলে'
নানা ঠাঁই ঘুরে' হেথা মহাবেগ-ভরে ॥১৯॥
আগে সরু পরে মোটা ক্রমে যবে হয় গোটা,
দেখা নাহি যায় আর এপার ওপার;
লঙ্ঘাইয়া ধরাধরে বেগে ধায় রত্নাকরে
সে মহাবিষম বেগ রোধে সাধ্য কা'র ॥২০॥

১৭। "বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দাদুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব।"

কুমারসম্ভব।

মনে লয় চুলবুলে ফণি-শিশু ফণা তুলে'
মাতৃকুল ভুলে' ছুটে' দেশান্তরে যায় ;
যেমন বয়স বাড়ে নিজে বেড়ে' লম্বে আড়ে,
তাড়কা রাক্ষসী সম হাঁ করিয়া ধায় ॥২১॥
গিরি ভারতের পিতা বৎসলা ভারতমাতা
অসঙ্খ্য তনয়-রত্ন হ'য়েছেন হারা ;
জাহ্নবী-যমুনা-ব্যাজে তাই ভারতের মাঝে
হিমাদ্রির বহে বুঝি দুই অশ্রুধারা ॥২২॥
গিরিদেহ কত স্থূল কোথা অন্ত কোথা মূল
কি গুণ কি সঙ্খ্যা ধরে বনৌষধি-কুল,
আছে কত রত্নরাশি, নির্ণয় করিতে বসি'
স্বয়ং বিধাতা হন অতীব ব্যাকুল ॥২৩॥
গুহা-মাঝে জ্বলে কত কহিনুর অবিরত
হেন নর কেবা আছে গণিয়া ফুরায় ;
চৌদিক আলোকময় অন্ধকার পায় লয়,
গুহার ভৈরবরূপ আরো বৃদ্ধি পায় ॥২৪॥
ক্ষীণালোকে ধ্বান্ত হরে' যথা মিটমিট করে
তরুশিরে ছালাভরা জোনাকির মালা,
কিংবা নীলাকাশে যথা তারা শোভে যথা তথা,
দীপান্বিতা রাতে কিংবা জ্বলে দীপমালা,—॥২৫॥
তথা নানা মহৌষধি জ্বলে হেথা নিরবধি,
সারারাত আলো করে' কৌমুদীর প্রায় ;

সে আলো নেবেনা জলে, তৈল দিলে নাহি জ্বলে,
সিত বা অসিত পক্ষ জানা নাহি যায় ॥২৬॥
নানাজাতি বিহঙ্গম তান ধরে' অনুপম
কভু ওড়ে কভু পড়ে কভু ভূমে লোঠে ;
কভু বিভু-গান ধরে' মন খুলে' অকাতরে
সুধা ঢেলে' ব্যোম-পথে তীর সম ছোটে ॥২৭॥
সোণার কিরণ মেখে' ঝাঁকে ঝাঁকে অন্তরীক্ষে
যখন বিহগ মাতে বিভাত-সঙ্গীতে,
হেরে' হয় অনুভূত সুরাঙ্গনা-অঙ্গচ্যুত
সশব্দে রত্নময় ভূষা খসে চারিভিতে ॥২৮॥
গগনে চন্দ্রমা হাসে, চন্দ্রিকায় ধরা ভাসে
দলকে আমোদ-ভরে কুমুদিনী-কুল ;
পতিশোকে বিষাদিনী নিমীলিতা কমলিনী
হিমাশ্রু-হিল্লোলে ভাসে হইয়া আকুল ॥২৯॥
প্রোষিত হইলে পতি পতিধ্যান-রতা সতী
গাঢ় প্রেমরাগবতী পতি-প্রতি হয় ;
তাই হেথা নিশামুখে ভানুর বিয়োগ-দুখে
প্রতীচী আরক্ত-মুখে বহুক্ষণ রয় ॥৩০॥
রজত-বিতান-প্রায় নিতম্বে নিশ্চলকায়
ঘনাবলী ছায়াদানে সৌর তাপ হরে'

৩০। শীতপ্রধানদেশে অস্তগমনোন্মুখ-সূর্য্যকিরণ বহুক্ষণ পরে অদৃশ্য হয়।

বর্ষোন্মুখ হয় যাই, অধঃসানু হ'তে তাই
বৃষ্টিভয়ে সিদ্ধ-সঙ্ঘ ওঠে তুঙ্গ শিরে ॥৩১॥
কৃষ্ণ-মেঘোদয় হ'লে মনে লয় হিমাচলে
লাঙ্গলী দণ্ডায়মান নীলাম্বর পরে',
কিংবা বপ্রক্রীড়া রেখে' পৃষ্ঠময় পঙ্ক মেখে'
নিষণ্ণ শঙ্কর-বৃষ শ্রান্ত-কলেবরে ॥৩২॥
চাতক 'স্ফটিক জল' ক্ষীণ-কণ্ঠে অবিরল
বুলি ধরে' মেঘালোকে হ'য়ে ঊর্দ্ধমুখ
বারি-বিন্দু চঞ্চু-পুটে লভিবারে যায় ছুটে',
জানেনা আশাই দুঃখ নৈরাশ্যই সুখ ॥৩৩॥
তূলরাশি মত শুভ্র অধিত্যকা-লীন অভ্র
ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হ'লে বায়ুবশে,
মনে হেন ভ্রান্তি হয়, হিমগৌর শৃঙ্গচয়
ছিন্ন-পক্ষ হইলেও উড়িছে আকাশে ॥৩৪॥

৩১। "আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃ সানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥"

কুমার সম্ভব।

৩৪। পূর্ব্বকালে পর্ব্বত সকলের পক্ষ ছিল। তাহারা পক্ষীর ন্যায় শূন্যমার্গে উঠিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিত। যখন যে নগরে বা যে গ্রামে অবতরণ করিত, তাহাদিগের বিপুল ভরে সেই নগর বা সেই গ্রাম তৎক্ষণাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। এই জন্য দেবরাজ ইন্দ্র জগতের মঙ্গলের জন্য তাহাদের পক্ষ ছেদন করেন। মৈনাক সমুদ্র-গর্ভে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করে।

পৌরাণিক বার্ত্তা।

বহিলে প্রবলানিল চারিদিকে গতিশীল
ধূমধূম্র মেঘবৃন্দ অনুমিত হয়,
বন্যদন্তী দলে দলে বপ্রক্রীড়া-কুতূহলে
খেলিছে নিতম্ব-দেশে জুড়ে' হিমালয় ॥৩৫॥
মাঝে মাঝে কটিতটে জলদ-মালায় ঘটে
ইন্দ্র-চাপ সৌরকর-ছটা-সংক্রমণে ;
কে না তুঙ্গ শৃঙ্গে বসে' সহসা বিস্ময়-রসে
মগ্ন হয় এ বিচিত্র চিত্র-সন্দর্শনে ? ॥৩৬॥
গিরির মাহাত্ম্য শেষ করিতে নারেন শেষ
দ্বিসহস্র রসনায় করিয়া বর্ণন ;
এ তত্ত্ব জানা'তে সবে পিকবর কুহুরবে
অবিশ্রান্ত মুক্তকণ্ঠে করিছে কূজন ॥৩৭॥
গৌরীগুরু-গুণগান মধুপের ধ্যান জ্ঞান
তাই গুণগুণ রবে করিয়া ঝঙ্কার,
গিরি গুণ-রত্নাকর এ বারতা নিরন্তর
অকাতরে চরাচরে করিছে প্রচার ॥৩৮॥
উচ্ছ্রায় ও আয়তনে পার্থিব পদার্থগণে
জিনিয়া একাধিপত্য এঁরি সাজে যাই,
গোত্রের প্রধান বলে' ঘোষিতে জগতীতলে,
চির-হিম-শ্বেতচ্ছত্র গিরি-শিরে তাই ॥৩৯॥

৩৯। গোত্র,—এখানে গোত্র শব্দ দ্ব্যর্থ। ১ পর্ব্বত। ২ কুল।

নির্ঝর-নিকর যাঁ'র জয়ভেরী অনিবার
বাজায় ঝঙ্কৃতি-রবে বিদারিয়া দরী ;
শ্বেত চামরের প্রায় ঢুলায় যাঁহার পায়
ধবল-জলদ-জালে নিসর্গ-সুন্দরী,—॥৪০॥
হরারাধ্য-পদাম্বুজা জগদম্বা দশভুজা
দশভুজে দশবিধ আয়ুধধারিণী
কাতর বিশ্বের প্রাণে বাঁচা'তে অভয়-দানে
তনুজা হ'লেন যাঁ'র, ত্রিলোক-তারিণী,—॥৪১॥
সুর-তরঙ্গিণী গঙ্গা ধরে' যাঁ'র পুণ্য জঙ্ঘা
তারিতে সগরবংশ মর্ত্ত্যে অবতরি',
পাবন-সলিল-ভরে চলে'ছেন রত্নাকরে,
দর্শন-স্পর্শন-মাত্রে পাপ তাপ হরি',—॥৪২॥
প্রাতঃস্মরণীয় নাম মর্ত্ত্যে বৈজয়ন্ত ধাম,
বৃন্দারক-লীলাস্থলী, শান্তি-নিকেতন,
হেন পুণ্য গিরিরাজে এ অনন্ত বিশ্বমাঝে
প্রণমি' কৃতার্থ কে না গণে স্বজীবন ? ॥৪৩॥
হেন অপরূপ ঠাঁই এ জীবনে হেরি নাই,
আত্মহারা হ'য়ে যাই আনন্দের ভরে ;
ধরাধামে হেন স্থান আছে, এই অনুমান
স্বপনেও হয় নাই উদিত অন্তরে ॥৪৪॥

৪৩। "দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ
পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।" কুমার সম্ভব।

বিশ্বপতি যত্নে ধরে', রচিলেন এ ভূধরে,
স্থষ্টিকার্য্যে দেখাইতে নৈপুণ্য অপার ;
যে হেরে' এ ধরাধরে না ভজে সে কারু-বরে
অতীব অভাগা সেই বৃথা জন্ম তা'র ॥৪৫॥

যাঁ'র কীর্ত্তি অবিগীত বেদ-বেদান্তেতে গীত,
সুরবন্দ্য গৌরীহর যেথা বিরাজিত ;
মহিত জগতীতলে তাঁ'রি আজ পদতলে
পুলকে পূরিত তনু হ'তেছে লুণ্ঠিত ॥৪৬॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে হিমালয়-বিভববর্ণনংনাম
তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

পর্ব্বতীয় নরনারী গিরি-পথে সারি সারি
চলে'ছে বৃষভ-বাহ্য ভার পৃষ্ঠে ল'য়ে ;
বলিষ্ঠ ও হৃষ্ট পুষ্ট গুরুভারে নহে ক্লিষ্ট,
সত্যনিষ্ঠ স্বল্পে তুষ্ট অনাকুল ভয়ে ॥১॥

ধনুর্বাণ ধরি' করে শিশুরা মৃগয়া করে,
সিংহ-শাবকের সনে খেলে বা উল্লাসে ;
কভু লাফ দিয়া ধাপে, পার হয় বীরদাপে
গৈরিক-সঙ্কট-স্থলী অসীম সাহসে ॥২॥

সবে সদানন্দময় অমায়িক নিরাময়,
প্রকৃতির ক্রোড়ে যেন সযত্নে লালিত ;
যা'কে কৃতবিদ্যগণে অভাব বলিয়া গণে,
তা'র তরে কভু তা'রা নহে লালায়িত ॥৩॥

রোগে শোকে অভিভূত জীবদ্দশায় মৃত,
সভ্য নামধারী যত পাণ্ডিত্যাভিমানী,
দগ্ধ হয় মনে মনে, তদপেক্ষা শতগুণে
কর্ম্মঠ পার্বত্যগণে শ্রেষ্ঠ বলে' মানি ॥৪॥

বাণিজ্য ঐশ্বর্য্য রাজ্য না থাক্ হৃদয়-রাজ্য
সারল্য-নিলয়, তাই সুখ-প্রস্রবণ ;

নগরের বিলাসিতা প্রচলিত নহে হেথা,
সবাই আপন সুখে আপনি মগন ॥৫॥
পরচর্চা পরনিন্দা নিরর্থ ভবিষ্য-চিন্তা
তা'দের বিমল হৃদে নাহি পায় স্থান ;
হেরে' মনে লয় হেন, সুরলোক হ'তে যেন
মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ অমর-সন্তান ॥৬॥
আত্ম-প্রসন্নতা যাই হৃদে জাগে সর্ব্বদাই,
আত্ম-গ্লানি-বৃশ্চিকের দারুণ দংশনে
জর্জ্জর হইয়া তা'রা কদাপি না হয় সারা,
কভু ত্রাহি ত্রাহি ডাক না ছাড়ে জীবনে ॥৭॥
শিক্ষিত সমাজে যা'রা চিরদিন হয় সারা
ভারভূত ভগ্ন দেহ বহে' ক্ষুণ্ণমনে ;
না দেখে সুখের মুখ, গিরিনিবাসীর সুখ
তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিবে কেমনে ? ॥৮॥
নিজেরাই বুদ্ধিমান্ গুণবান্ জ্ঞান্‌বান্,
হেন দম্ভ অভিমান ছাড়িয়া এ'দের
সঙ্গে যদি করে বাস, সুখে যায় বারমাস
ন-গণ্য পণ্ডিতম্মন্য অধন্য নরের ॥৯॥
গুহাদ্বারে সিংহ শু'য়ে প্রহরীর মত ভূঁয়ে
পড়ে' আছে যেন ভীম কালান্তক যম ;
নিদ্রিত বা জাগরিত নাহি হয় নিরূপিত,
জটাজূটে সমাবৃত আনন বিষম ॥১০॥

মনোহর-সিত-কায় মাছি পিছলিয়া যায়,
ধূসর আমেজে অতি শোভিছে কেশরী ;
ফুরফুরে সমীরণে ধীরে ধীরে ক্ষণে ক্ষণে
দুলিছে চিকণ জটা চাঁদিমা-লহরী ॥১১॥

পাশে পতি-সোহাগিনী দাঁড়াইয়া কেশরিণী
পশ্চার্দ্ধ প্রসারি' ঐ তুলিতেছে হাই ;
নাহিক শটার ছটা, নাই আড়ম্বর-ঘটা,
কিসে পতি সুখী হ'বে বাসনা সদাই ॥১২॥

পতিব্রতা-শিরোমণি সতীত্ব-রত্নের খনি
পৃথিবীতে নাই হেন করি অনুমান,
অবোধ মানবী সবে যদি সদা সুখে র'বে,
পশু হ'তে নীতি শেখ, ছাড় অভিমান ॥১৩॥

উভয়ে অলস-কায় ঝরণার কাছে যায়,
বিলোল রসনা ঐ লক্‌লক্ করে ;
উদার-প্রকৃতি তাই কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই,
আশে পাশে মৃগশিশু নিরুদ্বেগে চরে ॥১৪॥

অতীব মন্থরগতি, জীবের হিংসায় রতি
অণুমাত্র নাই মনে তৃষায় কাতর ;
পবন-হিল্লোলে দুলে' দু'ধারে কেশর ঝুলে'
ঝলমল করে যেন হীরার ঝালর ॥১৫॥

জলপান করে' দু'য়ে আরাম করিছে শু'য়ে,
তরুতলে তৃণময়ী হরিত শয্যায় ;

পাখী করে জয়ধ্বনি, বনদেবী প্রতিধ্বনি,
চমর চমরী সনে চামর ঢুলায় ॥১৬॥
পুষ্পচ্ছলে লতাগণ করে লাজ বরিষণ,
নিকুঞ্জ মাথায় ধরে আতপবারণ,
মৃদুমন্দ সমীরণ করিতেছে অনুক্ষণ,
মৃগরাজ-মিথুনের শ্রম-বিনোদন ॥১৭॥
কাননের অধিরাজে সবে অনুরূপ সাজে
সাজাইয়া হইতেছে সুখিত-অন্তর ;
কিছুতে বিকার নাই, মৃগরাজ শোভে তাই
ঠিক্ যেন আশুতোষ ভোলা মহেশ্বর ॥১৮॥
সদা যেন আনমনে কি এক ভাবিছে মনে,
আপনার ধ্যানে যেন আপনি মগন ;
কিবা সদা বিশ্বনাথে হেরিয়া আপন সাথে,
মনে মনে ডাকে পার কর নিরঞ্জন ! ॥১৯॥
ও কি হেরি ভয়ঙ্কর ! যেন শাল তরুবর,
বিষম বিপুলকায় বুঝি অজগর ?
অকাতরে আছে পড়ে' তিলেক না নড়ে চড়ে,
ঊর্দ্ধে ছত্রাকার ফণা দোলে নিরন্তর ॥২০॥
ফোয়ারার ঝরঝর, মরুতের সরসর,
ভূর্জ্জপত্র মর্ম্মর রবে থেকে' থেকে',

১৭। লাজ বরিষণ,—খই ছড়ান ইতি ভাষা। প্রত্যেক মাঙ্গলিক কার্য্যে লাজবর্ষণরূপ আচার অদ্যাপি প্রচলিত আছে। আতপবারণ,—ছত্র।

চমকি' চৌদিকে চায়, কোপে পুচ্ছ আছড়ায়,
গর্জিয়া ভৈরব রবে ওঠে ঝেঁকে' ঝেঁকে' ॥২১॥
ঘন ঘন ফুফুৎকারে বোধ হয় চারি ধারে
দারুণ ঝটিকা যেন বহে অনিবার ;
উপাড়ি' পাদপলতা বেগে ছোঁড়ে যথা তথা,
নিশ্বাস-পবন-ভরে করে' স্তূপাকার ॥২২॥
বিষম বিকট ফণা উগরি' অনল-কণা
তরু-লতা-তৃণ-পাতা করে ছারক্ষার ;
মাঝে মাঝে লক্ষ্য হয় বিলোল রসনাদ্বয়,
বহে গরলের স্রোত ভীষণ ব্যাপার ! ॥২৩॥
হাঁ করিছে থেকে' থেকে', নানা জীব বেগে ঝেঁকে'
তীরসম ছুটিতেছে বদন-বিবরে ;
মাথার মণির বলে কিবা মন্ত্রৌষধি-বলে
মনে লয় ভুলাইয়া ভরিছে উদরে ॥২৪॥
কা'রে টানে অনায়াসে, কা'রে ফেলে আশে পাশে,
আপনার ইচ্ছা-বশে জীবের নিকরে ;
সদাই অকুতোভয়, হেরিলেই মনে লয়,
প্রাণী সনে খেলা করে সুখিত-অন্তরে ॥২৫॥
যথা কোন বাজিকরে লঘু-করে বাজি করে,
তিলেক সহেনা ভর পলক ফেলিতে ;
তথা ঐ অজগর কেলি করে নিরন্তর,
কাছে যায় হেন জীব নাই অবনীতে ॥২৬॥

জুড়িয়া হিমাদ্রি-সানু ভূতলে পাতিয়া জানু
মদভরে মাতোয়ারা ঐ করিগণ,
পাষাণে দশনাঘাত করিতেছে অকস্মাৎ
বপ্র-কেলি-কুতূহলে হইয়া মগন ॥২৭॥
ছুটিছে অনল-কণা কত নাহি যায় গণা
অনুমান হয় হেন হেরিলে সহসা,
নবীন নীরদমালা সনে সৌদামিনী বালা
কৌতুকে খেলিছে তাই হ'তেছে চকসা ॥২৮॥
এ ব্যাপারে অলিকুল হ'য়ে মহাভয়াকুল
করি-গণ্ড পরিহরি' গুণগুণ রবে,
উড়ে' যায় ত্বরা করে' পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তরে,
জীবন বাঁচা'তে কেবা নাহি চায় ভবে ? ॥২৯॥
নিবিড় কদলীবন শোভে হেথা অগণন,
বন্য করি-যূথ যাই আসি দলে দলে,
সে সব ভক্ষণ করে, পরম সাহসভরে
গজাজীবিগণ ধরে বিবিধ কৌশলে ॥৩০॥
দুরন্ত শীতের চোটে পল্বল হইতে উঠে'
অর্দ্ধজগ্ধ মুস্তামুখে বরাহ-নিকর,
মিলে' মিশে' শীত-ভয়ে গুহায় আশ্রয় ল'য়ে
বাতাহত মেঘ মত কাঁপে থর থর ॥৩১॥
ঐ হোথা ভূগুভূম মনে লয় যায় ঘুম,
নিজ্‌ঝুম হ'য়ে ভাবে একতান-মনে,

সেই বিভু নিরঞ্জনে যিনি বিনা ত্রিভুবনে,
কদাপি চেনেনা ইহা অন্য সার ধনে ॥৩২॥
তাই হেন মনে গণি, শত শত নির্ঝরিণী
বুক্ বে'য়ে গড়াইছে ঝরঝর করে' ;
হেরিলেই মনে লয়, ভাসাইয়া হিমালয়,
প্রেমভরে বারি-ধারা দু'নয়নে ঝরে ॥৩৩॥
সুদূর উত্তর দিশি, আকাশের সনে মিশি'
বিলসে তিব্বতদেশে মানস সরসী ;
ও মানস-সরোবর হ্রদ অতি মনোহর,
বিশ্ব-বিধাতার উহা রচনা মানসী ॥৩৪॥
ভাল নাহি লক্ষ্য হয়, যেন ধূমরাশি ময়,
কাকের চখের মত সুবিমল জল,
সদা করে ঢল ঢল, তীরে মরালের দল
কমল-মৃণাল ল'য়ে করে কোলাহল ॥৩৫॥
অবিরত জলচর স্থলচর উভচর
পশুপক্ষী কেলি করে সরসীর জলে,
হইলে জলদাগম, নানাজাতি বিহঙ্গম
দিগ্‌দিগন্তর হ'তে আসে দলে দলে ॥৩৬॥
কভু কল নাদ করে' তীরের উপরে চরে,
কভু জলে ডোবে ভাসে দেয় বা সাঁতার,
কভু হেথা টুপ্ করে ডুব দিয়া অকাতরে
চকিতে বিরাজ করে বিদূরে দেদার ॥৩৭॥

ফল-কুসুমের ভরে অবনত তরুবরে,
চারিধারে মন হরে' বিকসে মানস ;
জলে চরে মদ-ভরে মঞ্জু কলরব করে'
হংস, কারণ্ডব, বক, ডাহুক, সারস ॥৩৮॥

কলকণ্ঠ সকলেই, সকলের হৃদয়েই
সুখের লহরী বেগে বহে অনিবার ;
বিহগের এত সুখ ! তবে কেন এত দুখ
মানবের ভালে ? একি ধাতার বিচার ! ॥৩৯॥

তরু-লতা-গুল্ম-কুঞ্জ তীরে শোভে পুঞ্জপুঞ্জ,
শান্তি-বিরাজিত যেন নন্দন-কানন ;
ভারতের কবিগণ তাই বুঝি নিমগন
এ হ্রদের গুণগানে সমধিক হন ? ॥৪০॥

বনমাঝে অকস্মাৎ হ'ল কি অশনিপাত
অনুমানি মৃগরাজ করিছে গর্জ্জন,
মনে গণি' মেঘ রব তাই করি কেকারব
আমোদে পাকম ধরি' নাচে শিখিগণ ॥৪১॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে পার্বত্য নর-সিংহ-সর্প-
গজাদি-বর্ণনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

চৌদিক মঙ্গল-গীতে পূরে' গেল আচম্বিতে,
চখের পলক নাহি ফেলিতে ফেলিতে,
তান মনে লয় সনে বীণা-বিনিন্দিত স্বনে
শ্রুতি-মূলে সুধারাশি ঢালে চারিভিতে ॥১॥

বিশ্বজন-মনোহরা বাজে কি গো সপ্তস্বরা,
তানভরা তানপূরা, বীণা বা বাঁসরী,
মেঘনাদী পাখোয়াজ, তবলা বা এসরাজ ?
সুরের মাধুরী কিবা, আহা মরি মরি ! ॥২॥

খঞ্জনী ঝাঁঝরী কাঁসী শঙ্খ ঘণ্টা বাঁয়া বাঁশী
তুরী ভেরী করতাল দুন্দুভি মাদল,
বেহালা মন্দিরা মাঝে যেন একতানে বাজে,
মধুর নিক্কণে হ'ল হৃদয় পাগল ॥৩॥

শাখীর শাখায় থাকি' নানা রকমের পাখী
সখী সনে প্রেমরসে হ'য়ে মাখামাখি
সারাদিন মাতোয়ারা, ছড়ায় অমৃত-ধারা,
অকাতরে তারস্বরে পরমেশে ডাকি' ॥৪॥

অশ্রান্ত ঝিল্লীর তান, ললিত বিহঙ্গ-গান,
ভ্রমর-গুঞ্জন আর নির্ঝর-ঝঙ্কৃতি,

উদাস করিয়া প্রাণে বাজিতেছে একতানে,
ব্রহ্মাণ্ড-পতির যেন হ'তেছে আরতি ॥৫॥
হেন লোক এ সংসারে কভু কি থাকিতে পারে
প্রাকৃতিক শোভা হেরে' যে জনার চিত
দ্রবীভূত নাহি হয়, পাষাণ সমান রয়,
বজ্রের হৃদয় যাহে হয় বিগলিত ? ॥৬॥
রমণীয় উপবন, কমনীয় নিকেতন,
দাস দাসী অগণন, বসন, ভূষণ,
দারা সুত পরিজন, মহানিধি কি রতন,
এ'র মত উপাদেয় আছে কোন্ ধন ? ॥৭॥
ঘুরে' দেখ এ সংসার হেন ঠাঁই মেলা ভার,
সুখের লহরী যেথা বহে অনিবার ;
নাই হেথা দুরাচার, নাই হেথা কুলাঙ্গার,
কাটাকাটি, মারামারি, হিংসা, অসিধার ॥৮॥
নাই সাংসারিক জ্বালা, যাহে বিশ্ব ঝালা পালা,
মিছে কথা, বাটপাড়ি, প্রতারণা, চুরি,
না আছে ধরার ভার স্বার্থপর চাটুকার,
বদনে অমিয় পেটে হারামের ছুরি ॥৯॥
এমন পাবন ঠাঁই এ ভুবনে হেরি নাই
ধাতার মহিমা যেথা বিরাজিত হয়,
আসিলে নাস্তিক ঘোর তত্ত্বজ্ঞানে হ'য়ে ভোর
আনমনে ডাকে কোথা ও হে দয়াময় ! ॥১০॥

বুঝিবারে হেন ঠাঁই বিশেষ সুকৃত চাই,
ভাগ্যহীন অন্ধ কবে চেনে বা রতনে ?
ভূমিকম্প ঝঞ্ঝাবাতে কিবা সলিল-প্রপাতে
সুখোদয় হয় মাত্র ভাবুকের মনে ॥১১॥
অপার-সংসার-মাঝে অসীম সুষমা সাজে,
সুখের সাগরে ভাসে প্রেমিক সুজন ;
শোভন প্রকৃতি-রাজ্যে নরজাতি কারুকার্য্যে
নিপুণ,—একথা গণি অলীক বচন ॥১২॥
গগন-সাগরে যবে ভীম কড় কড় রবে
বজ্রধর বজ্র ধরে' ছুটোছুটি করে,
শুনে' সে ভীষণ শব্দ ভীরু হ'য়ে রয় স্তব্ধ,
মনস্বি-হৃদয় নাচে আনন্দের ভরে ॥১৩॥
যবে সুভৈরব সাজে সাহারা-মরুর মাঝে
বালুকার থান ছুটে' ছত্রাকার হ'য়ে,
যেন পাহাড়ের চূড়া ভূমে পড়ে' হয় গুঁড়া,
কি সুখ উপজে হেরে' বোঝে সহৃদয়ে ॥১৪॥
উদ্বেল জলধি যবে জলদ-গম্ভীর রবে,
উত্তাল তরঙ্গ তুলে' লাফালাফি করে,
দাঁড়াইয়া উপকূলে তা' হেরিয়া বিশ্ব ভুলে'
সুখের সাগরে ভাসে চিন্তাশীল নরে ॥১৫॥
কাদম্বিনী সৌদামিনী যবে হ'য়ে উন্মাদিনী,
দুর্দিনে জলদ-জালে লাফালাফি করে,

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে বুক বে'য়ে যায় ধে'য়ে,
স্নুখের তুফান বহে স্নুধীর অন্তরে ॥১৬॥
অপরূপ অনুপম নানাজাতি বিহঙ্গম,
করে'ছে হৃদয়ঙ্গম ইহার মরম ;
তাই সবে দলে মিশে' জানাইছে জগদীশে,
পাখী হ'য়ে রহে তারা জনম জনম ॥১৭॥
কভু তাঁ'রে নাহি ভুলে' হৃদয়ের দ্বার খুলে'
ডাকিতেছে—"কোথা নাথ পতিত পাবন !
তব দয়া দয়াময় ! সমভাবে সবে রয়,
অপার করুণা তব জগৎ-জীবন" ॥১৮॥
উঠিয়া আকাশ পানে সবে মিলে' একতানে
আকুল-পরাণে স্নুধা ঢালে মহাস্নুখে ;
এ কি সদানন্দময় পাখীর জীবন হয়,
ওঠে পড়ে ছোটে লোঠে বিভুনাম মুখে ! ॥১৯॥
যথা যাই বিশ্বনাথ ! তুমি হে ছাড় না সাথ ;
কি মহিমা তব নাথ ! ধরায় বিরাজে,
পোড়া লোকালয় মাঝে, খেটে' মরি বাজে কাজে,
মনাগুনে পুড়ি শুধু হাসি লোক-লাজে ॥২০॥
ছেড়ে' পোড়া লোকালয়, মনে লয় হিমালয়,
নিজালয় করে' সব এড়াই যাতনা,
সহিতে পারি না আর সাংসারিক গুরুভার,
পাঁচভূতে লোঠে সার একি বিড়ম্বনা ! ॥২১॥

সদা বসি' সুবিরলে, ভাসি নয়নের জলে,
দেঁতো হাসি হাসি পাছে লোকে মন্দ বলে,
যদি হেন শান্তি মেলে, রাজসুখ ঠেলে' ফেলে',
জুড়াই প্রাণের জ্বালা হেথা তরুতলে ॥২২॥
একি হেরি মৃগকুল, সদানন্দে সমাকুল
ঘেরিছে আমারে সবে পুলকিত-মনে !
মুগ্ধ হরিণের দল কখন' জানে না ছল,
হেরেনি' মানবে বুঝি শরীর-ধারণে ? ॥২৩॥
একি অভিনব স্থান ! আকুল হ'তেছে প্রাণ,
কেন আজ হেরে' এই গিরি সুবিশাল,
একি কোন' দৈব বল, কিবা কোন' তপোবল,
স্বপন, মতির ভ্রম, কিবা ইন্দ্রজাল ! ॥২৪॥
কত সাধু কত সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ
মুক্তিলাভ করিলেন পুণ্য হিমাচলে ;
তাঁ'দের চরণ রেণু জুড়িয়া রহে'ছে সানু,
সঞ্চরে পূতাত্মা কত বিমান-মণ্ডলে ॥২৫॥
তাই কি এ তপঃ ক্ষেত্রে হেরিলেই পাপ নেত্রে
ভক্তির সঞ্চার হয় সহসা হৃদয়ে ;
কে আমি কোথায় আছি, বুঝিতে না পারিতেছি
ভাবের সাগরে পড়ে' আত্মহারা হ'য়ে ॥২৬॥
যাদুকরে যাদু করে' যথা ধরে' রাখে নরে,
তেমতি আমারে ধরে' রাখে হিমালয়,

এমন অপূর্ব্ব ঠাঁই এ জীবনে হেরি নাই,
বিরাজেন হেথা বুঝি সদা প্রেমময় ? ॥২৭॥
বিভুপ্রেমে সমুদায়, জড়বিশ্ব মুগ্ধপ্রায়,
ভক্তিভরে কৃতজ্ঞতা বিভুরে জানায় ;
হিমাচলে কোন' ঠাঁই এরূপ পদার্থ নাই
বিভুকে ভুলিয়া যেই সময় কাটায় ॥২৮॥
শিখিকুল বর্ষাকালে নিরখি' জলদজালে
কেকাচ্ছলে তাঁকে ডেকে' নাচে তালে তালে,
সরস বসন্তোদয়ে আনন্দে বিভোর হ'য়ে
কোকিল কুহরে বসি' বিটপীর ডালে ॥২৯॥
ফুল্ল শতদলে বসি' মকরন্দ-অভিলাষী
অলি মধুপান ভুলে' বিভুগুণ গায়,
সে মঞ্জু গুঞ্জন শুনে' পশুগণ হৃষ্টমনে
বিভু-প্রেমে মত্ত হ'য়ে নাচিয়া বেড়ায় ॥৩০॥
বিটপি-শিখরে থাকি' নানা সুরে গায় পাখী,
শুনিয়া কাকলি সেই মানিয়া বিস্ময়,
অনায়াসে অবহেলে' মুখের কবল ফেলে'
হরিণ হরিণীগণ স্তব্ধ হ'য়ে রয় ॥৩১॥
'কোথা হে জগৎপাতা'— এই বলে' লতা পাতা
প্রেমে ঢলঢল হ'য়ে ধরণী লুঠায় ;
পাদপ শিশিরচ্ছলে ভাসে নয়নের জলে,
আমোদে মাতিয়া বায়ু দশদিকে ধায় ॥৩২॥

বিভু-প্রেমে উন্মাদিনী শত শত নির্ঝরিণী
ফেনময় হাস্যচ্ছটা-স্ফুরিত অধরে
এ সংবাদ চরাচরে প্রচারি' উল্লাস ভরে
উত্তাল তরঙ্গ তুলে' ছুটেছে সাগরে ॥৩৩॥

নদ নদী রত্নাকরে মহিমা ঘোষণা করে,
ব্রহ্মাণ্ডের উপজীব্য ঈশ্বরে ধেয়ায় ;
তাঁ'রে ভুলে' এ সংসারে অন্য কে থাকিতে পারে ?
সুবোধ মানবমাত্র সুখে নিদ্রা যায় ॥৩৪॥

জীব-জগতের মাঝে মানব-হৃদয় সাজে,
বিদ্যাবুদ্ধি পরাক্রম সাহস উদ্যমে ;
মানব জীবের রাজা এ নাম কেবল সাজা,
শত ধিক্ সুখহীন মানব-জনমে ॥৩৫॥

কৃতঘ্ন মানবগণ সদা হয় জ্বালাতন,
কেবল আপনাদের গরবের ভরে ;
আপনারা বুদ্ধিমান্, গুণবান্, জ্ঞানবান্,
এই অভিমান জাগে নিয়ত অন্তরে ॥৩৬॥

ধন্য সেই জ্ঞানী জন ! বিধাতার নিদর্শন
সৃষ্টি-মাঝে পে'য়ে যিনি সদা মুখে লন,
বিভুনাম সুমধুর, সে সুবোধ সুচতুর,
ছেদন করেন সুখে ভবের বন্ধন ॥৩৭॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে নিসর্গ-শোভাবর্ণনং নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ।

একি অপরূপ স্থান! হেরে হয় অনুমান,
পূর্ণ-শান্তি-বিরাজিত অমর-ভুবন;
সিদ্ধাশ্রম তপোবন, করিলাম দরশন,
সফল জনম আজ সফল জীবন ॥১॥

কিবা স্থান আহামরি! বালাই লইয়া মরি,
কিবা ভৃগু-পাদমূলে পতিত-পাবনী
চলে'ছেন সুরধুনী; কি মধুর রব শুনি,
মনে লয় শঙ্খ-নাদ কিবা হুলু-ধ্বনি ॥২॥

আপনার পুণ্য নীরে তারিবারে পাতকীরে,
বহেন ভারত ব্যেপে' ভীষ্মের জননী;
সগর-নন্দনগণ যাঁ'রে করি' পরশন,
কপিলের কোপানল এড়া'ল তখনি ॥৩॥

ঝরিছে সহস্রধারা, শেষে হ'য়ে একধারা
হেলে' দুলে' ঢেউ তুলে' রত্নাকরে ধায়;
জল ভাঙে কল কল, পাখী করি' কোলাহল
সুধা ক্ষরে' চারিধারে পরাণ মাতায় ॥৪॥

জীবের ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইতে গিরিবালা
সুরধুনী চলে'ছেন দুকূল-বাহিনী

পাবন-সলিল-ভরে উথলিয়া রত্নাকরে
ভারতের বক্ষঃ দিয়া পতিত পাবনী ॥৫॥
কি স্বপনময় গান নাই তার অবসান ;
তান-মান-লয়-যুত সে মঞ্জু সঙ্গীতে
মজিয়া আমোদভরে ছুটিয়াছে মাকে ধরে'
ঊর্ম্মির উপর ঊর্ম্মি নাচিতে নাচিতে ॥৬॥
কিবা কুলুকুলু ধ্বনি শুনে' হেন মনে গণি,
স্নেহভরে ডাকিছেন ভারত-সন্তানে,—
'আয়রে পরাণ-ধন কেন হস্ জ্বালাতন ;
সংসার-গারদে থেকে' আকুল-পরাণে ॥৭॥
'কর মম দরশন, পুণ্য-তোয়-পরশন,
অনায়াসে মোক্ষধামে যা'বি তো'রা চলে',
স্নান করি' একবার তর ভব-পারাবার,
অমরতা লভি' মম সুপবিত্র জলে' ॥৮॥
তলভূমি সমুদয় নানাফুলে ফুলময়,
মৃদুল সমীর তাহে সদা সুরভিত,
হেথা চিরদিন তরে বসন্ত বিরাজ করে,
পশু পক্ষী কীট নর সবে হরষিত ॥৯॥
পুষ্পভরে তরুলতা ঢাকা আছে যথা তথা,—
পাতা নাহি দেখা যায় কদাপি কাহার ;
থোলো থোলো ফল ঝুলে' অনিল হিল্লোলে দুলে'
পরম সুষমা ধরে' দিতেছে বাহার ॥১০॥

মৃদু মন্দ সমীরণে ঢুলিয়া আপন মনে,
কিবা লজ্জাবতীলতা শোভে তপোবনে ;
এ কি ! মম পরশনে কেন সবে ধরাসনে
একে একে পড়িতেছে আনত-বদনে ? ॥১১॥
পাতকীর পরশনে পাপ উপজিল গণে'
বুঝি দেহ ত্যাগ করে উহারা সকলে ;
জীবন গৌরব বিনা, কুসুম সৌরভ বিনা,
বিতন্ত্রী-বীণার মত বিফল ভূতলে ॥১২॥
অসংখ্য ফোয়ারা ছুটে' বেগে অন্তরীক্ষে উঠে'
ছত্রাকার হ'য়ে করে সলিল-সেচন ;
ধূলির কণিকা নাই, শীতল সকল ঠাঁই,
মৃগযূথ মহাসুখে করে বিচরণ ॥১৩॥
অহো কি সুষমাময় এ পবিত্র হিমালয় !
যখন যে দিকে চাই জুড়ায় নয়ন ;
হৃদয় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ধেয়ায় সে প্রেমময়ে,
যাঁহার রচনা এই বিচিত্র ভুবন ॥১৪॥
শ্যামল বিটপিদল, বিহঙ্গের কোলাহল,
সুললিত লতাকুল ফলভরে নত ;
মাতঙ্গ কুরঙ্গগণ সুখে করে বিচরণ,
সবে হেথা শান্তিসুধা-উপভোগে রত ॥১৫॥
নাই হেথা হিংসা দ্বেষ, নাই অশান্তির লেশ,
মৃগশাবকের সনে সিংহশিশু চরে ;

সবার হৃদয়ে সুখ, তিলেক নাহিক দুখ,
সকলেই মিলে' মিশে' আনন্দে বিহরে ॥১৬॥
নাতিদূরে একি হেরি, না করিয়া কিছু দেরি,
ত্বরা করি' গিয়া দেখি তপোধন গণে ;
কিবা কমনীয় মূর্ত্তি ! হৃদয়ে উপজে স্ফূর্ত্তি,
আমরি ! কি হেরি আজ পুণ্য তপোবনে ॥১৭॥
অঙ্কে পাণি-কিসলয়ে রাখি' সবে মৌনী হ'য়ে
নয়ন মুদিয়া বসে' যোগাসনে রয় ;
হেরিলেই মনে লয়, যেন কুবলয় ময়
ভুবন মোহন বেশে শোভে হিমালয় ॥১৮॥
হ'য়ে ধ্যানে নিমগন বসে আছে ঋষিগণ
নবদ্বার হ'তে চিত্ত করিয়া নিরোধ ;
চিত্রার্পিত মত রয়, কভু শ্বাস নাহি বয়,
জীবিত বা উপরত নাহি হয় বোধ ॥১৯॥
ললাটে চিন্তার রেখা সকলেরি যায় দেখা,
বীরাসনে শোভে যেন ধৈর্য্য অবতার ;
বিভু-প্রেমে মাতোয়ারা, একবারে আত্মহারা,
এক মনে সারাৎসারে ভেবে' অনিবার ॥২০॥
হৃদাসনে সনাতনে বসাইয়া সযতনে,
ভকতি-কুসুমাঞ্জলি দিতেছে চরণে ;
প্রেমের আবেগ-ভরে বক্ষঃ ভাসাইয়া ঝরে,
অনর্গল অশ্রুধারা যুগল-নয়নে ॥২১॥

পক্ষিগণ অকাতরে পরম-আনন্দ-ভরে,
ঋষি-ক্রোড়ে বসি' করে প্রেম-অশ্রু পান ;
আলেখ্যে লিখিত প্রায়, কভু না পলা'য়ে যায়,
পলক নাহিক ফেলে' হেরিছে বয়ান ॥২২॥
সৌম্যমূর্ত্তি মুনিগণ শোভে যেন দেবগণ,
প্রশস্ত ললাট কিবা প্রসন্ন বদন !
কি স্বপন হেরিলাম, কোথা আজি আসিলাম,
একি চিত্ররথ কিবা নন্দন-কানন ? ॥২৩॥
কিংবা বদরিকাশ্রম ? অলৌকিক পরিশ্রম
স্বীকার করিয়া মুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন
একদা বসিয়া যেথা, রচিয়া ভারত-কথা
সুধাস্রোতে ভাসা'লেন নিখিল ভুবন ॥২৪॥
অথবা কেদারনাথ ? বৌদ্ধ বুধ সঙ্ঘসাথ
শাস্ত্র-বাদে হস্তে তুলি' বিজয়-নিশান
আচার্য্য শঙ্কর যেথা হৃদয়ের একাগ্রতা-
সম্বলের বলে অন্তে লভিলা নির্বাণ ॥২৫॥
অগণন তরুগণ দাঁড়াইয়া অনুক্ষণ
নানাফল কুসুমের সাজাইয়া ডালি,
অতিথি-পূজার তরে মাথা নেড়ে' বায়ু-ভরে
ডাকে যেন সারগাঁথা বাগানের মালী ॥২৬॥
অনুমান হয় হেন পূর্ণ শান্তি মেখে' যেন
আশ্রম বিরাজ করে দিবস রজনী ;

শারদ-পূর্ণিমা-শশী ঢালে বুঝি সুধারাশি,
তাই এ'লে সব জ্বালা জুড়ায় তখনি ॥২৭॥
যজ্ঞীয় ধূমের গন্ধ, নাসারন্ধ্রে মন্দ মন্দ,
আসিয়া আমোদ-ভরে নাচায় হৃদয় ;
বহিয়া সৌরভ-ভার গন্ধবহ অনিবার
ছড়াইছে শান্তি-সুধা জুড়ে' হিমালয় ॥২৮॥
যা না আছে এ জগতে, তাহা ছিল এ ভারতে,
কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল এক দিন ;
দেশের দুর্ভাগ্য যাই, তাই ধর্ম্মে মতি নাই,
নিরানন্দ, নিরুৎসাহ, উদ্যম বিহীন ! ॥২৯॥
শুনে' সাম-বেদ-গান, আকুল হ'তেছে প্রাণ,
কিবা রম্য তপোবন বলিহারি যাই !
হেরে' স্থান অনুপম, অনুভব হয় মম,
প্রাচীন ভারত যেন দেখিবারে পাই ॥৩০॥

ইতি শ্রীহিমালয় কাব্যে তপোবন বর্ণনং নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ।

একদা এ হিমালয়ে, যে সময়ে পিত্রালয়ে
করিয়াছিলেন গৌরী কৌমার যাপন,
জয়া বিজয়ার সনে মহা-পুলকিত-মনে
কত খেলা করিতেন গিরিজা তখন ॥১॥

বারেক চলরে মন ! গিয়া করি দরশন,
অতীতের যবনিকা সরাইয়া দূরে ;
ভবানীর লীলাখেলা মহা কৌতুকের মেলা,
সখীদের সনে ঐ গিরিরাজ-পুরে ॥২॥

ঐ ত্রিনয়নী মেয়ে ধূলা মেখে' যায় ধে'য়ে,
পাছে ছোটে দুই সখী ইচ্ছা ধরিবার ;
তীর সম উমা ধায়, কে বা ধরে সেই মায়,
যাঁ'র মায়াপাশে বাঁধা অখিল সংসার ? ॥৩॥

এত শোভা ধূলা মেখে' উমার হ'য়েছে দেখে'
কি হেতু বিস্মিত হও অরে মূঢ় মন !
স্বভাব-সুন্দর যেই, সকল দশাতে সেই
সহসা সবার করে মানস হরণ ॥৪॥

পঙ্কজে কণ্টক সাজে, কলঙ্ক শশাঙ্ক-মাঝে
বিরাজে, ভুবনে কা'র না আছে এ বোধ ?

এ উভয়ে হেরে’ তবু এ সংসারে কেহ কভু
নিরানন্দ হয় হেন আছে কি অবোধ ? ॥৫॥
সর্ব্বাঙ্গে পরাগ মেখে’ সোণার বরণ ঢেকে’
শোভে উমা যথা শোভে তরুণ তপন,
মেঘের আড়ালে থেকে’, আলোকে লুকা’য়ে রেখে’,
হুতাশন তৃণে চাপা থাকে কতক্ষণ ? ॥৬॥
মেনকা উমাকে ডাকে ‘কোথায় না বলে’ মাকে
গৌরী তুই যাস্ ছুটে’, আয় ফিরে আয় ;
ওমা কি দুরন্ত মেয়ে উঠে’ পড়ে’ যায় ধে’য়ে,
ঐ পড়ে’ গেল বুঝি, একি হ’ল দায় ! ॥৭॥
‘কি হ’বে গো ভয়ে মরি, জয়া ছোট্ ত্বরা করি’,
এ বয়সে মেয়ে ধরা সাজে কি আমাকে ?
সৃষ্টি ছাড়া এ মেয়েকে ভেবে’ মরি ঘরে রেখে’,
ফেলিল আমাকে উমা বিষম বিপাকে ॥৮॥
ঐ উমা গ্রীবা-ভঙ্গে মহা-পরিহাস-রঙ্গে,
বারেক সস্মিতমুখে ফিরা’য়ে নয়ন,
পুনরায় উভরায়, প্রাণপণে ছুটে’ যায়,
পাছু দৃষ্টি না ফিরায় সহাস্যবদন ॥৯॥,
শশিমুখী মহাসুখে ছোটে ঐ হাসি-মুখে,
ছুটিতেছে দুই সখী, ছুটিছে মেনকা ;

---

৮ সৃষ্টিছাড়া,—উদ্ভট, সৃষ্টি-বহির্ভূত। এস্থলে ভর্ৎসনাচ্ছলে উক্ত, অথচ অলৌকিক বা অসাধারণ অর্থ ও অভিপ্রেত।

হেরিলেই মনে লয় জুড়িয়া এ হিমালয়,
বিজলি ঝলিছে কিংবা খসিছে তারকা ॥১০॥
জঙ্গমা কনকলতা আচম্বিতে ছোটে যথা
চারিভিতে নিদারুণ ঝটিকার ভরে,
সোণার প্রতিমা উমা রূপে গুণে অনুপমা
ছুটিছে তেমতি ঐ গিরি আলো করে' ॥১১॥
ছুটিতে না পেরে' আর হাঁপাইয়া বারবার,
সখীদের নিজে ধরা দিয়া অবশেষে,
দিগম্বরী শশি-ভালী নাচে দিয়া করতালি,
হিমালয় আলো করে' হিহি করে' হেসে' ॥১২॥
মেনকা সত্বর গিয়া মেয়ে কোলে তুলে' নিয়া
কোপ-ভরে ভাবে তা'রে করে তিরস্কার,
উমা হেসে' ফিক্ করে মার কোপ অকাতরে,
উড়াইয়া বাড়াইল সুখ-পারাবার ॥১৩॥
চে'য়ে দেখে' মুখপানে আর কি মায়ের প্রাণে
কদাপি থাকিতে পারে বিরাগের লেশ ;
হাসে উমা হাসে সখী, মা মেনকা তা' নিরখি'
সুখের সাগরে ভাসি' হাসে সবিশেষ ॥১৪॥
মুছা'য়ে দেহের ধূলি মা মেনকা কোপ ভুলি'
কোলে তুলি' তনয়াকে বুঝায় এখন ;
কিবা শোভা হিমাচলে হাসিছে উদয়াচলে,
উষা যেন কোলে ল'য়ে তরুণ তপন ॥১৫॥

ঐ উমা সখী সঙ্গে যেতে' নানাবিধ রঙ্গে,
কৌতুক-তরঙ্গে খেলে কন্দুক লইয়া ;
আবার কন্দুক ফেলে' পুত্তলিকা করে' ছেলে,
সোহাগে তাহাকে কোলে লইছে তুলিয়া ॥১৬॥
কভু মন্দাকিনী-কূলে স্বর্ণরেণু মুষ্টিতলে,
জয়া ও বিজয়া দুই সখী সঙ্গে করে',
মা উমা উল্লাস-ভরে গুপ্ত-মণি ক্রীড়া করে,
সুরতরু ছায়াদানে মার শ্রান্তি হরে ॥১৭॥
জবাভ গৈরিক-রাশি কভু হস্তে ল'য়ে বসি'
খেলেন অম্বিকা করি' বেদিকা রচনা ;
কভু সখীদের সনে চারিদিকে একমনে,
আঁকেন সেঁজতি, কিংবা দেন বা আলপনা ॥১৮॥
ঐ উমা ধরাসনে বসে' হেলাগোলা মনে,
দেবদারু-তরুমূলে হরিণীর সনে,
কুশাগ্র ধরিয়া করে নেত্র পরিমাণ করে,
হরিণীও আপনার মিলা'য়ে নয়নে ॥১৯॥
ঐ তরু-শাখা ধরে' দোলে উমা অকাতরে,
ইন্দুলেখা দোলে যেন নাগর-দোলায় ;

১৭। গুপ্তমণি,—কুমারীগণের ক্রীড়াবিশেষ।
"রত্নাদিভির্বালুকাদৌ গুপ্তৈর্দ্রষ্টব্যকর্ম্মভিঃ।
কুমারীভিঃ কৃতা ক্রীড়া নাম্না গুপ্তমণিঃ স্মৃতা ॥"
শব্দার্ণব।

দু'ধারে দাঁড়া'য়ে থেকে' দুই সখী থেকে' থেকে',
দোল দেয় ধরে' মার দুই রাঙা পায় ॥২০॥
মাধবী-লতার পাশে কভু মা দাঁড়া'য়ে হাসে,
সঙ্গে ল'য়ে প্রিয় সখী জয়া ও বিজয়া ;
কভু মুখে মৃদু হাসি, আনন্দ সাগরে ভাসি',
তরুমূলে জল ঢালে সরল-হৃদয়া ॥২১॥
অনুমান হয় হেন, শরীরিণী দয়া যেন,
ক্ষমা শান্তি সহচরী ল'য়ে নিজ সনে,
স্বর্ণকুম্ভ কক্ষে করি', বিশ্বপ্রেম বক্ষে ধরি',
আলবাল ভরিতেছে সলিল-সেচনে ॥২২॥
যদি এত দয়াবতী নবীন বয়সে সতী,
না হ'বেন তবে কিসে বারাণসীধামে,
বিশ্বনাথে অন্ন দিয়া বিশ্বজনে বাঁচাইয়া
প্রথিত হ'বেন বিশ্বে অন্নপূর্ণা নামে ? ॥২৩॥
নানা রকমের পাখী পরিহরি' নানা শাখী,
তৃষাদূর করিবারে আলবালে ধায়,
সেথা জলপান করে' পরম-আমোদ-ভরে,
বার বার মা উমার মুখ পানে চায় ॥২৪॥
কলরব-ছলে তবে সবিনয়ে বলে সবে,—
'এত দয়া কোথা পে'লে পাষাণ-নন্দিনি !
না থাকিলে হেন দয়া কি গুণে মা মহামায়া !
তোমাকে বলিবে সবে জগৎ-জননী' ? ॥২৫॥

মনোমত নানা ফুলে মালা গাঁথি' গলে তুলে'
ঐ স্মেরমুখী উমা হেলে' দুলে' ধায় ;
দুই সহচরী তা'র ধরিতে মানিয়া হার,
ঊর্দ্ধশ্বাসে পাছু পাছু ছোটে উভরায় ॥২৬॥

মালতী-মালার মাঝে জবা, গন্ধরাজ সাজে,
টগর, অপরাজিতা, কমল, মল্লিকা,
কদম্ব, চম্পক, বক, করবীর, কুরুবক,
শেফালিকা, স্থলপদ্ম, বকুল, যূথিকা ॥২৭॥

বিল্বদলে নানাফুলে মিলে' মার গলে দুলে'
তোরণ-আকৃতি হ'য়ে শোভিছে মালিকা ;
মধুপ কমল-ভ্রমে মার মুখ-প্রান্তে ভ্রমে
নিরখি' হাসেন ঐ সুমুখী অম্বিকা ॥২৮॥

মাকে মালা দেখাইতে বালিকা উমার চিতে
অকস্মাৎ বলবতী হইল বাসনা ;
গজেন্দ্র-গমনে বালা চারিদিক্ করে' আলা
তাই চলে'ছেন ঐ সস্মিত-বদনা ॥২৯॥

বিচিত্র কুসুম-দাম দুলিতেছে অবিরাম
উমার সোণার অঙ্গে এ ধার ও ধার ;
হেরে' মনে হয় হেন, সুমেরু-শিখরে যেন
রামধনু নানারঙে দিতেছে বাহার ॥৩০॥

কাঞ্চন-জঙ্ঘায় ঐ আজ' যেন কৃপাময়ী
নিমগ্না আছেন বিশ্বপ্রেম-গীতিকায় ;

কাঞ্চন-মূরতি রবি ধরে' মার পদছবি
করিছে সে পূতরাগে কৃতার্থ ধরায় ॥৩১॥
ধন্য হিমালয় তুমি ধন্য এ ভারত ভূমি,
তব সম ধরাধরে হৃদয়ে ধরিয়া ;
ধন্য সেই মেনকা মা, জগৎ জননী উমা
যাঁ'র মান বাড়া'লেন মা বলে' ডাকিয়া ॥৩২॥
ছিন্ন-তার বীণা সম শৈশবের অনুপম
লীলা খেলা ভাল আর না লাগে উমার ;
মনোভাব হৃদে রেখে' বিরলে বসিয়া থেকে',
কি এক ভাবনা যেন ভাবে অনিবার ॥৩৩॥
ধূলা খেলা, ঘুঁটি খেলা, অথবা পুতুল খেলা,
একে একে বাল্যলীলা করিল প্রস্থান ;
তাহে পরিতোষ আর না জনমে মা উমার,
এবে হৃদে বহে নব ভাবের তুফান ॥৩৪॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে পার্ব্বতী-কৌমার-বর্ণনং নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ।
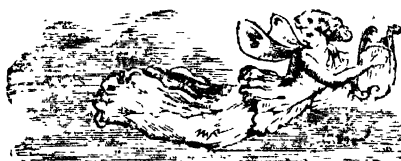
অষ্টম সর্গ।

মা বাপের বুকে বুকে লালিত হইয়া সুখে,
গৌরী ক্রমে আসিলেন যৌবন-সীমায় ;
কা'র আছে এ শকতি রোধে প্রকৃতির গতি ?
বিশ্বরাজ্য চলে যা'র অলঙ্ঘ্য আজ্ঞায় ॥১॥

জলময়ী শশিকলা লভি' সৌর কর ঝলা,
অনুদিন সিতপক্ষে যথা বৃদ্ধি পায়,
অথবা বর্ষান্তে যথা নদী পূর্ণ হয় তথা
অঙ্গযষ্টি পূর্ণ হ'ল ষোড়শ কলায় ॥২॥

হেন অনুমান হয়, সর্ব্বোপমা-দ্রব্যচয়
যথাস্থানে নিবেশিত করিয়া যতনে,
একত্র সৌন্দর্য্যরাশি- সন্দর্শনে অভিলাষী
ধাতা রচিলেন সেই রমণী-রতনে ॥৩॥

২। "সলিলময়ে শশিনি রবের্দীধিতয়োমূর্চ্ছিতাস্তমোনৈশম্।
ক্ষপয়ন্তি দর্পণোদর-নিহিতাইব মন্দিরস্যান্তঃ ॥ বৃহঃ সং

চন্দ্র জলময় ও স্বয়ং দীপ্তিশালী নহে। সূর্য্যকিরণের অনুপ্রবেশ হেতু চন্দ্রে আলোকোৎপত্তি হয়।

৩। "সর্ব্বোপমাদ্রব্য সমুচ্চয়েন যথা প্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকত্র সৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব ॥"
কুমারসম্ভব।

উমার নূপুরধ্বনি সুমধুর মনে গণি'
গৌরীপদ-প্রান্তে শিক্ষা পে'য়ে সবিশেষ
যেন সমাদরে অতি আপন মন্থর গতি
উমারে মরালবধূ দিল উপদেশ ॥৪॥
বর্ত্তুল গোপুচ্ছাকার জঙ্ঘাদ্বয় গিরিজার
লাবণ্যের একাধার হইবার পর,
শেষ-অঙ্গ-সঙ্গঠন করিবারে সমাপন
উপাদানাভাবে ধাতা হ'লেন কাতর ॥৫॥
রম্য রামরম্ভা যাই একান্ত শীতল তাই
হ'তে নারে সে ঊরুর উপমার স্থল ;
ত্বগিন্দ্রিয়-ক্লেশকর কর্কশ করীর কর
উপমান হ'ত যদি হ'ত সুকোমল ॥৬॥
মধুর হইল বেশ, মধুব চাঁচর কেশ,
খঞ্জন-গঞ্জন মঞ্জু চকিত নয়ন,
সুচারু বদন-ছাঁদ নিষ্কলঙ্ক কোটি চাঁদ,
ভ্রূ হেরে' স্বচাপ-গর্ব্ব ত্যজিল মদন ॥৭॥

৪। "সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈরাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি ॥"

৫। "বৃত্তানুপূর্ব্বে চ ন চাতিদীর্ঘে জঙ্ঘে শুভে সৃষ্টবতস্তদীয়ে।
শেষাঙ্গনির্ম্মাণবিধৌ বিধাতুর্লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্নঃ ॥"

৬। "নাগেন্দ্রহস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদেকান্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষাঃ।
লব্ধাপি লোকে পরিণাহি রূপং জাতাস্তদূর্ব্বোরুপমানবাহ্যাঃ ॥"

বরারোহা গিরিজার ওষ্ঠাধর-রক্তিমার
অনুচিকীর্ষার স্পর্দ্ধা করে'ছিল যাই,
খগকুল বিম্বফলে তাই চঞ্চুপুটে দলে,
গুঞ্জা মসী মেখে' মুখে বনে রয় তাই ॥৮॥
লোহিত পল্লবোপরি কুন্দ যদি পড়ে ঝরি',
বিমল বিদ্রুমে কিংবা শোভে মুক্তাফল ;
সুদতীর বিম্বাধরে স্মিত যে সুষমা ধরে,
কভু হ'তে নারে তা'র উপমার স্থল ॥৯॥
হেরে' যে মনোজ্ঞ নাসা লুপ্তধৈর্য্য কৃত্তিবাসাঃ
করিলেন নাগশেষ কামে প্রাণ দান,
তিল ফুল কোন্ ছার, সে জয়িনী নাসিকার
না মেলে নিখিল বিশ্বে যোগ্য উপমান ॥১০॥
উমার আলুলায়িত ভৃঙ্গরুচি আকুঞ্চিত
রুচির চিকুর-পাশ হেরে' কাদম্বিনী
ঈর্ষায় মরমে মরি', বর্ষায় গর্জ্জন করি',
বৃষ্টিচ্ছলে নেত্রজলে ভাসায় মেদিনী ॥১১॥
যদ্যপি তির্য্যক্‌জাতি না হ'ত নির্লজ্জ অতি
তা'হ'লে সে সুকেশীর মূর্দ্ধজ-নিকর

৯। "পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্মুক্তাফলং বা স্ফুটবিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনুকুর্য্যাদ্বিশদস্য তস্যাস্তাম্রৌষ্ঠ পর্য্যস্তরুচঃ স্মিতস্য ॥"
কুমারসম্ভব।

৯। কুন্দ,—শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

সকৃৎ দর্শন করি', অসংশয় মর্মে মরি'
চমরী স্বপুচ্ছ-গুচ্ছে হ'ত হতাদর ॥১২॥
তন্বীর সুতনু দেহ হ'বেনা পর্য্যাপ্ত গেহ
এ চিন্তায় যেন মার সৌন্দর্য্যের ছটা
চৌদিকে লাবণ্য-ছলে ব্যাপ্ত হয়ে ঝল মলে,
শারদ শশীর যেন সুহাসির ঘটা ॥১৩॥
পূর্ণ বিকসিত অঙ্গে বিরাজিত হ'ল রঙ্গে
ত্রৈলোক্যের অপরূপ বিভূতি-সম্ভার ;
একাধারে হেন প্রাজ্য অসামান্য মহৈশ্বর্য্য
লভি' যেন ব্রীড়ানত মুখ-পদ্ম মার ॥১৪॥
মৃগ-নেত্রাঙ্কিত যাই গিরিজার মুখে তাই
এতাদৃশী শোভা, ইহা বিচারিয়া শশী
সম্পূর্ণ হরিণ-দেহ করিয়া বিশিষ্ট স্নেহ
অঙ্কে ধরি' নভোভালে রহে'ছেন বসি ॥১৫॥
কলঙ্কী জড়ের হেন দুরাশা পূরিবে কেন ?
এ জ্ঞান হ'লনা বুধ-জনকের মনে ;
সরোজ কণ্টকী বলে' সুবোধের মত জলে,
ডুবিল না করে' স্পর্দ্ধা মুখকান্তি সনে ॥১৬॥

১২। "লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাদসংশয়ং পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ।
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যুর্বালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্য্যঃ॥"
কুমারসম্ভব।

১৬। বুধ,—চন্দ্রপুত্র গ্রহ বিশেষ, অথচ পণ্ডিত।

সুরাসুর বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর,
দেহলতিকার রূপে বিমুগ্ধ-হৃদয় ;
চিতচোর বিধুমুখ হেরিলে পলায় দুখ,
অপ্সরোগণের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়ে রয় ॥১৭॥
সুঠাম অঙ্গের শোভা ত্রিভুবন-মনোলোভা
সুষমা উমার মুখে নাহি ধরে আর ;
ষোড়শী রূপসী বালা গলে দোলে মণিমালা,
লাবণ্যেতে ঢল ঢল দেহ মা উমার ॥১৮॥
শুনে' পতি-অবমান, যোগবলে নিজপ্রাণ,
পরিহরি' দাক্ষায়ণী আসি' গিরিপুরে,
কবে ভব হবে পতি এই ভেবে' ভেবে' সতী,
হেলায় কৈশোরলীলা ফেলিলেন দূরে ॥১৯॥
শিরীষ-কুসুম-সমা রূপে গুণে অনুপমা,
এবে উমা মূর্ত্তিমতী চৌষট্টিকলায় ;
সতীদেহে বিদ্যাবতী ছিলেন মা হৈমবতী
বিদ্যালাভ হ'ল তাই সহজ মেধায় ॥২০॥
ভাসিয়া নয়নজলে পাণি-মৃণালের তলে,
বদন-অম্বুজে রেখে' থাকেন বিরলে ;
সদাই বিমনাঃ হ'য়ে হৃদয়ে ভাবনা লয়ে,
অনুরাগ নাই এবে বাল্য-কুতূহলে ॥২১॥
মুখে নাই হাসি আর, সুখে নাই রতি মার
বিভাবরী প্রজাগরে কাটান জননী ;

কিছুই না ভাল লাগে, সদা চিত্তে চিন্তা জাগে,
পতিধ্যান পতিজ্ঞান দিবস রজনী ॥২২॥
পতিরূপ হৃদে রেখে', একতান মনে থেকে',
বিজনে গিরিজা যবে সময় কাটান ;
কেহ কাছে এসে' যদি, ডাকে তাঁ'কে নিরবধি,
তন্ময়ী উমার তাহে ভাঙেনা সে ধ্যান ॥২৩॥
হৃদয়-কমলাসনে বসাইয়া সযতনে
যোগিগণ বিশ্ব ভুলে' যাঁহারে ধেয়ায়,
পতিভাবে সেই ভবে হৃদয় ভরিল যবে,
কা'র সাধ্য সে সময়ে উমায় চেতায় ॥২৪॥
কথার প্রসঙ্গে যবে, কেহ ভুলে' ডাকে ভবে,
অমনি গিরিজা হন ঈর্ষ্যা-পরবশ,
পাছে কেহ হরে হরে এই ভেবে' প্রজাগরে
কাটান সুদীর্ঘ নিশা দিবসে অলস ॥২৫॥
কভু সতী সযতনে হরমূর্ত্তি ধরাসনে
চিত্ত বিনোদন তরে করিয়া অঙ্কিত ;
স্বকরে তূলিকা তুলে' নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভুলে'
থাকেন নিশ্চল হ'য়ে যেন চিত্রার্পিত ॥২৬॥
চমকিয়া আচম্বিতে কভু উমা চারিভিতে,
সকরুণ দৃষ্টি ফেলে' আকুল পরাণে,
বলে, "কোথা হৃদয়েশ পলাইলে হে মহেশ !
তব অধীনীরে ফেলে' বিজন শ্মশানে" ॥২৭॥

"কি হইল অপরাধ কি হেতু সাধিছ বাদ,
স্বরূপ লুকা'লে কেন সতীর জীবন ?
তোমার বিহনে মন, সদা হয় উচাটন,
হৃদয়-চকোর-চন্দ্র দাও দরশন ॥২৮॥"

প্রতিকৃতি-দরশন কিংবা নিশা-জাগরণ
কিছুতে হৃদয়ে শান্তি না পাইয়া শেষে,
হিমগিরি-সানুদেশে গিয়া তপস্বিনী-বেশে
বাসনা হইল মার লভিতে মহেশে ॥২৯॥

একদা নারদমুনি হিমাদ্রির মুখে শুনি'
গৌরীর অশেষগুণ, জানিলেন ধ্যানে
ভবের গেহিনী উমা হইবেন সুমধ্যমা,
সেই বার্ত্তা জানা'লেন গিরি হিমবানে ॥৩০॥

দেবর্ষি যা' যোগবলে বলিলেন হিমাচলে,
সন্নিহিতা গৌরী তাহা আনত-বদনে
লীলা-কমলের দল গণনার করি' ছল
আদ্যোপান্ত শুনিলেন পুলকিত মনে ॥৩১॥

তদবধি হৈমবতী হইয়া অনন্যমতি
হর-পাদ-পদ্মে করি আত্ম-সমর্পণ,
রহিলেন নিজালয়ে উৎকণ্ঠা-পরীত হ'য়ে
লাভের আশয়ে নিজ মনোমত ধন ॥৩২॥

ঋষিবাক্যে হিমালয় তনয়ার পরিণয়
স্থগিত রাখিয়া সদা ভাবেন অন্তরে,

দুহিতা অনন্যগতি কবে পা'বে যোগ্য পতি,
হুতাশন বিনা হব্য সাজে কি অপরে ? ॥৩৩॥
দেহ পরিহরি' যবে সতী ছাড়িলেন ভবে,
তদবধি সমাধিস্থ ছিলেন শঙ্কর ;
সদা বসে' যোগাসনে কি এক ভাবনা মনে,
আশ্রয় করিয়া তুঙ্গ হিমাদ্রি-শিখর ॥৩৪॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে পার্ব্বতী-পূর্ব্বানুরাগ-
বর্ণনং নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ।

তৃতীয়-নয়ন-ভব　　　　পাবক-প্রভাবে ভব
　　মনোভবে ভস্মরাশি করিবার পরে,
নিজরূপ নিন্দা করি　　　　সুখভোগ পরিহরি'
　　নির্ব্বিন্ন-হৃদয়ে গৌরী রহিলেন ঘরে ॥১॥

যাহে ভব হবে পতি　　　　এই অভিপ্রায়ে সতী,
　　হ'লেন বাসনাবতী তপস্যা করিতে ;
সতীর পতিই গতি,　　　　কাজেই মা হৈমবতী
　　সযতন হইলেন স্বকার্য্য সাধিতে ॥২॥

পরিয়া বল্কল চীরে　　　　জটাজূট ধরি' শিরে,
　　ধীরে ধীরে উত্তরিয়া পিতার সকাশে,
জনকের অনুমতি　　　　লভিবারে হৈমবতী,
　　সবিশেষ জানা'লেন নিজ অভিলাষে ॥৩॥

তপঃ ক্লেশ অবহেলি'　　　　বসন ভূষণ ফেলি'
　　আত্মীয় স্বজনে বলি' পিতার আদেশে
চলিলেন গিরি-বালা　　　　করে ধরি' জপমালা
　　তপস্যা করিতে হিমগিরি-সানুদেশে ॥৪॥

১। নির্ব্বিন্ন,—নির্ব্বেদ অর্থাৎ স্বাবমাননা বা আত্মগ্লানি। তদ্‌যুক্ত।

মাতা পিতা পরিজন　　করে' বহু নিবারণ
কিছুতে নারিল মাকে ভবনে রাখিতে ;
গিরিসুতা তরঙ্গিণী　　যবে হ'য়ে উন্মাদিনী
রত্নাকরে ধায়, তা'রে কে পারে রোধিতে ॥৫॥
পৌর-জানপদগণ　　দুঃখে হ'য়ে নিমগন
হেরিল আঁধারময় হিমালয়-পুরে,
আলো করে' হিমাচলে　　যে ছিল, সে গেল চলে',
সৌরভ যাইলে সার কি থাকে কর্পূরে ? ॥৬॥
অধরোষ্ঠ বিম্বসম,　　দেহ শোভা অনুপম,
কে পারে ঢাকিতে সেই বদনের ছাঁদ ;
হেরিলেই মনে লয়　　যেন লুকাইয়া রয়,
রাহু-ভয়ে ছদ্মবেশে পূর্ণিমার চাঁদ ॥৭॥
শিরোলম্বি-জটাভার　　দুলিতেছে অনিবার,
তথাপি সে চন্দ্রাননে সৌন্দর্য্য অপার,
পঙ্কজে মধুপশ্রেণী　　শোভা যেন কৃষ্ণ বেণী,
শৈবল-সম্বলে হ্রাস না হয় শোভার ॥৮॥
পতি পদে রেখে' মতি　　সব দুঃখ সহে সতী,
শিরীষ-কুসুমসমা সুকুমারী তাই
সহেন অশেষ ক্লেশ,　　সুখ দুঃখ এ বিশেষ
মনস্বি-হৃদয়ে কভু দেখিতে না পাই ॥৯॥
অথবা বজ্রের চেয়ে　　কঠিন পাষাণ-মেয়ে,
হ'বে বুঝি কিসে এত সহে তা' না হ'লে ;

কোমল শিরীষফুল সদা সহে অলিকুল,
কোকিলের পদভরে পড়ে ভূমিতলে ॥১০॥
জুড়িয়া এ ভবধাম যাহার সমান নাম
অসার-সংসার-মাঝে নাহি মেলে আর ;
অশেষ গুণের ধাম সদা সেই ভবনাম
জপ করি' কিছুকাল কাটিল উমার ॥১১॥
ভারত-সুরভি-গাভী- গঙ্গাগর্ভে নতনাভি,
আকণ্ঠ-মগনা গৌরী বসি' যোগাসনে,
নিরম্বু স্থণ্ডিলশায়ী যোগীর হৃদয়শায়ী
যোগীন্দ্রের ধ্যান-মগ্না একতানমনে ॥১২॥
মহাকালে হৃদে ধরি' দিবানিশি কাল হরি'
পত্রাশন অপি গৌরী করি পরিহার,
লভিয়া অপর্ণানামে নিখিল এ ধরাধামে,
চতুর্বর্গ-ফল জীবে দেন অনিবার ॥১৩॥
নিরম্বু কঠোর তপঃ দিবস-রজনী জপ,
করেন আশ্রয় করি' হিমগিরি-সানু ;
বিরাম নাহিক অণু, অস্থিচর্ম্ম-সার তনু,
রাহুমুখে শোভে যথা আভাহীন ভানু ॥১৪॥
ছড়া'য়ে রূপের ডালি, চৌদিকে আগুন জ্বালি',
নিদাঘে শশাঙ্কভালী চে'য়ে রবি পানে,

১০। "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥" উত্তররামচরিত।

হ'তেছেন পঞ্চতপাঃ, সাধিছেন বা অজপা,
সদা ত্রিলোচনে ডেকে' আকুল-পরাণে ॥১৫॥
জলে যথা পদ্ম ভাসে, নিদারুণ পৌষ মাসে
আকণ্ঠ-মগনা গৌরী বসিয়া তেমতি,
সহেন দুরন্ত শীত ক্ষমাগুণে লোকাতীত,
নয়ন মুদিয়া রেখে' পতি পদে মতি ॥১৬॥
হেরিলেই মনে লয়, মনোহর কুবলয়
নিবাত-সলিল-মাঝে আছে বিকসিত ;
উপরে মধুপত্রয় নিশ্চল হইয়া রয়,
মকরন্দ-সুধাপানে হ'য়ে বিমোহিত ॥১৭॥
তিলেক বিরাম নাই সদা বসে' এক ঠাঁই,
চরিয়া কঠোর তপঃ দিবস রজনী,
ভেবে' ভেবে' হৃদয়েশে ধ্যানবশে অবশেষে,
তন্ময়তা লভিলেন জগৎ-জননী ॥১৮॥
হেরে' সে সতীর তপঃ টুটিল হরের জপ,
ভোলা মহেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল ;
ছুটিল কামের বাণ, ভাঙিল যোগীর ধ্যান,
হৃদয়-তন্ত্রীর গ্রন্থি সহসা ছিঁড়িল ॥১৯॥
প্রণয়ের পাত্র বিনা মন-ছিন্নতার-বীণা
বাজিল বিরাগভরে ভবের তখনি ;
তাই হর শূন্যময় হেরিলেন স্বহৃদয়,
না আছে সাধনা সিদ্ধি শক্তি সনাতনী ॥২০॥

সতীপতি আশুতোষ পাইলেন পরিতোষ
সহিতে না পেরে' মার নিদারুণ ক্লেশ,
বৃষে আরোহণ করি' মোহন মূরতি ধরি'
উমাকে দিলেন দেখা প্রসন্ন মহেশ ॥২১॥
এমতে তুষিয়া ভবে জগৎ-জননী তবে
প্রিয়পতি-দরশন পে'য়ে অবশেষে'
ত্বরা করি' স্বভবনে ফিরিলেন হৃষ্টমনে
হৃদয়-কমলাসনে ধরি' হৃদয়েশে ॥২২॥
ঘুচিল নিখিল ক্লেশ, সন্তোষের নাই শেষ ;
মাতা পিতা গুরুজন উমাকে হেরিয়া,
সকলেই সুখী হ'ল ; ফলিলে শ্রমের ফল
উথলে সুখের স্রোত হৃদয় ভরিয়া ॥২৩॥
হরগৌরী-পরিণয়ে কিছুদিন হিমালয়ে
নৃত্যগীত মহোৎসবে মাতিল সকলে,
অনন্তর উমাপতি উমা ল'য়ে দ্রুতগতি
গেলেন কৈলাসপুরে মহাকুতূহলে ॥২৪॥
ধন্য হিমালয় তুমি ধন্য এ ভারতভূমি,
তব সম ধরাধরে হৃদয়ে ধরিয়া
ধন্য সেই মেনকা মা জগৎ-জননী উমা
যাঁ'র মান বাড়'ালেন মা বলে' ডাকিয়া ॥২৫॥
কোথা গেলে ওমা উমা ! সঙ্গে লয়ে বাণী রমা
গিরিপুর হ'তে দেখা দাও একবার,

হেরে' সবে মাতৃমূর্ত্তি লভুক ক্ষণিক স্ফূর্ত্তি,
বহুক ভারতময় সুখ-পারাবার ॥২৬॥
যদি কর শুভদৃষ্টি পে'য়ে শান্তি-বারি-বৃষ্টি
আবার তুলিবে শিরঃ ভারত ভূতলে ;
স্বাতি নক্ষত্রের জলে শুক্ত্যুদরে মুক্তা ফলে,
অসম্ভব সম্ভবে মা ! তব কৃপাবলে ॥২৭॥
কতদিনে বল গৌরি ! এ দুর্দ্দশা পরিহরি'
আবার ভাসিবে দেশ শান্তির সাগরে ?
গৌরব-ভাস্কর কবে আবার উদিত হ'বে
বিশ্বোজ্জ্বল-তেজঃ-পুঞ্জে ভারত-অম্বরে ? ॥২৮॥
মা ! তোমার করুণায় একদিন এ ধরায়
যাঁহারা হ'লেন দিব্য-প্রতিভা-মণ্ডিত ;
যাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পারিজাত-সৌরভের
বাসে পুণ্য আর্য্যস্থান ছিল আমোদিত,— ॥২৯॥
তাঁ'দের পদাঙ্ক ধরে' যত আর্য্য বংশধরে
তব বরে রাখে যেন বংশের গৌরব ;
আবার উদাস প্রাণে আশার চন্দ্রিকা-দানে
যেন ফুঠে' ওঠে জ্ঞান-গরিমা-বিভব ॥৩০॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে উমা-পরিণয়ো নাম
নবমঃ সর্গঃ।

দশম সর্গ।

অতীতের সুস্বপন এবে হ'ল সমাপন,
মূঢ়মন ! আর হেথা কি হইবে থেকে' ?
কুসুম-সৌরভ সম ভারতের অনুপম
গৌরব গিয়াছে, মাত্র নামশেষ রেখে' ॥১॥

কি হ'বে ভাবিলে আর ? জীবনের গে'ছে সার,
যে'তে হ'বে ঘরে ফিরে' ভেবে মরি তাই ;
কিবা গিরি কিবা সাজ ! সুরপুরী পায় লাজ,
হেরিবারে হয় তাই বাসনা সদাই ॥২॥

বড় ভাল বাসি যাই, বারবার আসি তাই,
গিরিবর ! হেরিবারে ওরূপ-মাধুরী ;
সুধাপানে যে কাতর হেন বোধহীন নর
কভু কি থাকিতে পারে জুড়ে' নরপুরী ? ॥৩॥

তাপস-প্রবর মত সদা রও যোগরত,
ধরণী-মণ্ডলে হও ধৈর্য্য-অবতার,
কত যে যাতনা সহ, কত দুঃখ-ভার বহ,
কেবা করে এ সংসারে সন্ধান তাহার ? ॥৪॥

উদার-প্রকৃতি তাই কিছুতে বিকার নাই,
শীত-গ্রীষ্ম-ভেদাভেদ বোধ নাই মনে ;

সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, প্রলয়ে ভাঙেনা ধ্যান,
কালের পিনাক-রাব না পশে শ্রবণে ॥৫॥
পদে ধরা শিরে ব্যোম তুচ্ছ তারা রবি সোম,
বিশ্ব-ভাণ্ডোদর ভেদি' একতান মনে,
ঝটিকা করকাপাত, নিদারুণ বজ্রাঘাত
পাষাণ-হৃদয়ে সহ বসি' বীরাসনে ॥৬॥
বর্ত্তমান ভব্য ভূত ত্রিকালের সাক্ষীভূত,
বিশ্বসৃষ্টি সহ আছ সম-সূত্র-পাতে ;
কত সৃষ্টি স্থিতি লয় চখের উপরে হয়,
মনে গণ ঘটে তব কটাক্ষের পাতে ॥৭॥
গৈরিক রঞ্জিত বাস, হিম গৌর কেশপাশ,
পবন অশন তব, লাবণ্য আতপ,
প্রস্রবণ উপবীত, স্বাধ্যায় বিহঙ্গগীত,
ভাগীরথী অক্ষমালা, ভৃঙ্গরুত জপ ॥৮॥
যে রত্ন ধরিয়া বক্ষে, নেহারিয়া কোটিচক্ষে,
আপনাকে চরিতার্থ মানিতে ভূধর !
আজি সে তনয়া-রত্ন হারা'য়ে কি হেতু যত্ন
কর আর ধরিবারে ব্যর্থ কলেবর ? ॥৯॥
তব কীর্ত্তি বিশ্বজুড়ে', কেননাও পুণ্য ক্রোড়ে
লালিত হ'লেন গৌরী, দেব হিমালয় !
শঙ্করী শঙ্কর যাই তোমার অতিথি, তাই
অদ্যাপি তুমি হে সিদ্ধ-সঙ্ঘের আশ্রয় ॥১০॥

ধীর স্থির শুনি তোমা', তব যে নন্দিনী উমা
মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হ'লে তিন দিন তরে,
সমগ্র ভারতময় সবে পুলকিত হয়,
সেই কন্যারত্ন-হারা হ'য়ে চিরতরে,—॥১১॥
গিরি ! তুঙ্গ শৃঙ্গ তুলে' অম্বরের হৃদি খুলে'
কেমনে ত্রিদিবলোকে দেখাও বিভূতি ?
হেরে' হেন চিত্ত-শান্তি, উপজে ঈশ্বর-ভ্রান্তি,
তাই শ্রীচরণে তব সাষ্টাঙ্গ প্রণতি ॥১২॥
অগাধ গম্ভীর স্থির সীমাহীন বারিধির
সম তুমি অপ্রধৃষ্য হও ধরাধর !
ভারত-বিভব যত কে জানে তোমার মত ?
এ বিশ্বের চিরসাক্ষী কাল-সহোদর ! ॥১৩॥
উত্তর ভারতভূমি ব্যাপিয়া রহে'ছ তুমি,
অতীত-ভারত-সাক্ষী প্রালেয়-ভূধর !
তুমি নাহি জান যাহা, বিশ্বে অসম্ভব তাহা,
সাষ্টাঙ্গে তোমারে নমি দেব দিগম্বর ! ॥১৪॥
ভাল কথা মনে হ'ল দয়া ভাবি' হিমাচল !
বল দেখি সবিনয়ে সুধাই বিরলে ;
তুমি হে অভিজ্ঞ যাই, জিজ্ঞাসি তোমায় তাই,
তব অবিদিত কিবা আছে মহীতলে ? ॥১৫॥
তুমি হও অন্তর্যামী, তাই প্রশ্ন করি আমি,
কিবা ক্ষোভ মহতের উত্তর না পে'লে ;

চাতক বৃষ্টির জলে দূর করে তৃষানলে,
নাহি হয় অধোগামী কভু প্রাণ গেলে ॥১৬॥
ল’য়ে সুসমৃদ্ধ রাষ্ট্র পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্র
তুল্যবল দুই পক্ষে বিরোধ ঘটিল ;
বলের পরীক্ষা হ’লে, কুরুক্ষেত্র-রণস্থলে
ভারতের বীর্য্য-বহ্নি একদা নিবিল ॥১৭॥
বর্ত্তমান কলিযুগে সমারব্ধ সে সংযুগে
ঘটিল যে অরুন্তুদ ভীষণ ব্যাপার,
সুধাই হে হিমাচল ! সদয় হইয়া বল,
অদ্যাপি তা’ চিত্তক্ষেত্রে জাগে কি তোমার ? ॥১৮॥

১৬। “ধরণীপতিতং তোয়ং চাতকানাং রুজাকরম্।”

মৃত্তিকাস্থিত জল চাতক পক্ষীর পীড়াদায়ক, এজন্য উহারা শূন্যমার্গে থাকিয়া ঊর্দ্ধমুখে বৃষ্টির জল পান করে।

১৮। সংযুগে,—যুদ্ধে। অন্তরুদ,—মর্মপীড়ক, ক্লেশদায়ক। কলিযুগ আরব্ধ হইবার ৬৫৩ বৎসর পরে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভারতের রাজন্যবর্গ কোন’ না কোন’ এক পক্ষের সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎকালে দ্বাদশবর্ষবয়স্ক দ্বিতীয় গোনন্দ কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। অতি অল্পবয়স্কতানিবন্ধন তিনি রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন নাই। রাজ তরঙ্গিণীতে এ বৃত্তান্ত এইরূপ বর্ণিত আছে ;—

“শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।”

কহ্লন কবি এই কথা বলেন, কিন্তু দ্বাপরের শেষভাগে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটে এই প্রকার মতই সর্ব্ববাদি-সম্মত।

যে দিন সে মহাহবে শ্রবণ-ভৈরব রবে
জীবলোক প্রাণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল ;
দর্শন-শকতি-গ্রাসী পুঞ্জীকৃত ধূলিরাশি
উঠিয়া সর্ব্বতোমুখে ব্রহ্মাণ্ড ছাদিল,—॥১৯॥
জল স্থল অন্তরীক্ষ কিছুই হ'ল না লক্ষ্য,
যে দিন যুগান্ত যেন হল উপস্থিত ;
কে পর আত্মীয় কেবা হস্তী অশ্ব রথী কি বা
না রহিল সাধ্য কা'র' করে নির্দ্ধারিত,—॥২০॥
প্রলয়-জীমূত-বৃন্দ- গর্জিত-সন্নিভ মন্দ্র
স্যন্দন-ঘর্ঘর মত্ত-মাতঙ্গ-বৃংহিত,
বিজেতার সিংহনাদ, মুমূর্ষুর আর্ত্তনাদ,
ক্ষিপ্তপ্রায় তুরঙ্গের বিকট হ্রেষিত,—॥২১॥
অশনি-নির্ঘোষ-জিনি' সেনা-কলকলধ্বনি,
অস্ত্রের ঝনঝনা, চণ্ড কোদণ্ড-টঙ্কৃত,
সপক্ষ-ভুজগাকার বায়ুবেগ-ক্ষুরধার
মহোল্কা-সন্নিভ-দীপ্র-সায়ক-কূজিত,—॥২২॥
মহাবেগে সন্তাড়িত দুন্দুভি-দুমদুমায়িত
সহিত ডিণ্ডিমধ্বনি হইয়া পিণ্ডিত

১৯। সর্ব্বতোমুখে,—সর্ব্বাদিগভিমুখে, অথবা আকাশে।

২০। যুগান্ত,—চারি যুগের অবসান, প্রলয়কাল।

আগ্নেয়াদ্রি-বিনিঃসৃত ধাতু-নিঃস্রাবের মত
করিলে তুমুল রাবে ব্রহ্মাণ্ডে চকিত,—॥২৩॥
শুনে' সে প্রচণ্ড স্বন স্তনন্ধয় শিশুগণ
সহসা জননী-ক্রোড়ে হইলে মূর্চ্ছিত,
সুতের জীবন তরে অনিষ্ট আশঙ্কা করে'
হইলে জননীগণ বিচলিত-চিত,—॥২৪॥
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ-ধ্বনি প্রতিপক্ষ পক্ষে শুনি'
অকাণ্ডে প্রলয় গণি' হ'লে বিদ্রাবিত,
কিরীটীর তীক্ষ্ণবাণে বঞ্চিত হইয়া প্রাণে
অসঙ্খ্য ধানুষ্ক হ'লে সমর-শায়িত,—॥২৫॥
কিবা রাত্রি কিবা দিবা সারমেয়, গৃধ্র, শিবা
সে মহা-পিশিত-ভোজে হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল,
মিলিয়া সদল বলে কর্ণভেদী কোলাহলে
মুখরিত করিলে সে ভীম রণস্থল,—॥২৬॥
ধরা চতুরঙ্গ-ভরে প্রকম্পিত-কলেবরে
পশিতে পাতালোদরে হ'লে সমুদ্যত,
সংশপ্তক বীরগণ আত্ম-প্রাণ-বিসর্জন
করিতে সমরাঙ্গণে হ'লে সুসজ্জিত ॥২৭॥
আত্মপর-ভেদনাশী সান্দ্র চমূরেণু-রাশি
ক্ষণমাত্রে রবিবিম্বে করিয়া ছাদিত,

২৩। ডিণ্ডিম,—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ২৫। পাঞ্চজন্য,—শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ।
২৭। চতুরঙ্গ,—হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি এই চতুর্বিধ সৈন্য

ধূসর-অংশুক প্রায় থাকি' অম্বরের গায়
উত্তাল শোণিত-নাদ হ'লে নির্ব্বাপিত ॥২৮॥
হুঙ্কার-গর্জিত তুণ্ড ভ্রূকুটি-কুটিল মুণ্ড,
তথা রুণ্ড-শত বহি' রক্ত-তরঙ্গিণী,
যে দিন পঙ্কিল হ'য়ে উদ্বেল কল্লোল-চ'য়ে
ভাসাইয়া রণভূমি ব্যাপিল ধরণী,—॥২৯॥
প্রতাপের পরিচয় যে দিন পতাকা-চয়
ছাদিল ভারতাম্বর পতপত রবে,
দণ্ডে যা'র রক্ত ঝরে, হেন ধ্বজা ধরি' করে
সাটোপে পদাতি সৈন্য ছুটিল আহবে,—॥৩০॥
রণ মুখে ধ্বজাধারী ধরাশায়ী হ'লে তা'রি
ধ্বজা ল'য়ে অন্য বীর যে দিন রুষিল,
কত মৃত-বীর-কায় পদে গড়াগড়ি যায়
হেরে' প্রাণভয়ে নাহি পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিল,—॥৩১॥
অজ্ঞান-মানব-গর্ব্ব যে দিন করিয়া খর্ব্ব
বীরেন্দ্র রাজন্য-বর্গ ক্ষুদ্র সৈন্য সনে
পরস্পর জড়াজড়ি সংগ্রাম-প্রাঙ্গণে পড়ি'
জীবনের অসারতা ঘুষিল ভুবনে,—৩২॥
করে বর-মাল্য ধরে' রূপে বিশ্ব আলো করে'
সন্দেহ-দোলায়মান-চিত্তে রণাজিরে,

২৮। তুণ্ড,—মুখ। রুণ্ড,—কবন্ধ,ক্রিয়াযুক্ত নির্মস্তক দেহ।
৩০। সাটোপে,—সগর্বে।

মহারথ-সার্থ-মাঝে কা'র গলে মাল্য সাজে,
কি গুণে বা বরিবেন কোন্ মহাবীরে ॥৩৩॥
সংশয়াকুলিত-চিতে জয়লক্ষ্মী চারিভিতে
অষ্টাদশ দিন ধরে' ভ্রমি, অবশেষে
শ্রীকৃষ্ণ সারথ্য যাঁ'র করিলেন, কণ্ঠে তাঁ'র
যে দিন সাদরে মালা পরা'লেন হেসে',—॥৩৪॥
সে দিন নিরখি' নেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
গজ বাজী রথ রথী সারথি পদাতি
অশ্বসাদী আধোরণ পড়ে' আছে অগণন,
নাচিছে কবন্ধ-শত বীর-মদে মাতি',—॥৩৫॥
যুগ-চতুষ্টয়-সাক্ষী তুমিও গিরীন্দ্র! অক্ষি
সন্ত্রাসে মুদিলে তাই তোমারে সুধাই,
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে আছ তুমি এ জগতে,
দেবাসুরে মহাযুদ্ধ মনে কি হে নাই? ॥৩৬॥
শ্রীরাম ও দশস্কন্ধে তারক সেনানী স্কন্দে,
চামুণ্ডা ও চণ্ডমুণ্ড শুম্ভাদির সনে
যে ঘোর সংগ্রাম হ'ল, না জানিহে হিমাচল!
তাহা তুমি এককালে ভুলিলে কেমনে? ॥৩৭॥

৩৩। মহারথ,—শস্ত্র-শাস্ত্রে প্রবীণ যে বীর একক দশ সহস্র ধনুর্দ্ধরের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। মতান্তরে,—যিনি আপনাকে সারথিকে এবং অশ্বকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করেন।

৩৪। আধোরণ,—হস্তিপক।

নির্বাণ-উন্মুখ দীপ যথা দীপ্ত অপ্রতিভ
ক্ষণে ক্ষণে হ'য়ে পায় এককালে লয় ;
তথা স্থবিরের মতি বিস্মৃতি অথবা স্মৃতি
এ দু'য়ের যথাক্রমে ক্রীড়নক হয় ॥৩৮॥

এ রহস্য আছে জানা, তথাপি করে'ছি নানা
অসঙ্গত অনুযোগ হিমাদ্রি ! তোমারে ;
সে জন্য দুঃখিত আমি, দয়া করে' ক্ষম তুমি,
করিব না উদ্বেজক প্রশ্ন বারে বারে ॥৩৯॥

পাষাণ-হৃদয় তুমি জানিয়া কেন বা আমি
অরণ্যে রোদন আর করি অকারণ ?
দৈব ও পুরুষকার মূলমন্ত্র এ ধরার,
উদ্যোগ-হীনের মাত্র সম্বল রোদন ॥৪০॥

বাক্যের অতীত তুমি, জানিয়াও ক্ষুদ্র আমি
তব অনুযোগ করে' যে ঘোর ধৃষ্টতা
প্রকাশ করে'ছি আজ, ক্ষম তাহা গিরিরাজ !
হরগৌরী-বন্দ্যে নিন্দে কা'র এ ক্ষমতা ? ॥৪১॥

দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি কত রাজর্ষিও কত শত
কত সিদ্ধ যোগী তব পুণ্যক্ষেত্রে আসি'
অনন্ত কালের তরে নিষ্কৃতি কামনা করে'
হ'য়েছেন একমনে মুক্তির প্রয়াসী ॥৪২॥

৩৮। "ক্ষণাৎ প্রবোধমায়াতি লঙ্ঘ্যতে তমসা পুনঃ।
নির্বাস্যতঃ প্রদীপস্য শিখেব জরতো মতিঃ॥" শকুন্তলা।

সিদ্ধ-মার্গ তব বুকে শোভে, জ্ঞাতি-বধ-দুঃখে
খিন্নমনাঃ পুণ্য-শ্লোক ধর্ম্মের নন্দন
যে পবিত্র মার্গ ধরি' রাজভোগ পরিহরি'
সশরীরে করিলেন স্বর্গে আরোহণ ॥৪৩॥
দেবের বিহার-ভূমি, দেবতাত্মা হও তুমি,
যা' কিছু বলে'ছি দেব ! যাও তাহা ভুলে' ;
বিদায় লইয়া আমি হইনু স্বগৃহগামী,
কি না বলে শৈলাধিপ ! অজ্ঞান বাতুলে ? ॥৪৪॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে হিমালয়ানুযোগো নাম
দশমঃ সর্গঃ !

৪৩। সিদ্ধমার্গ,—ত্রিকালদর্শী মুনিদিগের অবলম্বিত পথ ; অর্থাৎ যে পথ দিয়া তাঁহারা যাতায়াত করেন। পুণ্য-শ্লোক,—পবিত্র-চরিত্র।

একাদশ সর্গ।

সকলি কালের খেলা! কভু উৎসবের মেলা,
কভু বিষাদের গীতি এ ধরার ধারা;
হেথা কিছু নহে স্থির, পদ্মপত্রে যথা নীর,
আনন্দ-বিষাদ-রোলে পূর্ণ বসুন্ধরা ॥১॥

প্রতি পল অনুপলে পরিবর্ত্ত-সহ বলে'
পদার্থ-সপ্তক-মধ্যে সবি ক্ষয়শীল;
তাই মাসদ্বয় ধরে' ভাসাইয়া বসুধারে
অজস্র মুষলধারে ঢালিয়া সলিল,—॥২॥

শরৎ ঋতুর ভয়ে আপন সর্ব্বস্ব ল'য়ে
হইলে জলদ কাল পলায়নোদ্যত,
কুমুদ-কহ্লার-ধরা রূপে জন-মনোহরা
স্মেরেন্দু-বদনা সাক্ষাৎ কমলার মত,—॥৩॥

শরৎ-সুন্দরী আসি' আলো করে' দশদিশি
উত্তরিল অম্বিকার অগ্রদূতী প্রায়;

২। পদার্থ সপ্তক,—বৈশেষিক দর্শন মতে পদার্থ সাত প্রকার; যথা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ, সমবায়, অভাব। ভাষা পরিচ্ছেদ।

৩। জলদকাল,—বর্ষাকাল। কহ্লার,—শ্বেতপদ্ম।

এ শুভ বারতা ল'য়ে শীঘ্র আসি' পিত্রালয়ে
জগদম্বা করিবেন কৃতার্থ ধরায় ॥৪॥
'শরৎ সৌভাগ্যবতী নতুবা মা হৈমবতী
মর্ত্ত্যে আসিবেন কেন তা'র রাজ্যকালে ?'
এই খেদে বৃষ্টিচ্ছলে ঘনাগম নেত্রজলে
ধরণী প্লাবিত করে' ভ্রষ্টরাজ্য হ'লে,—॥৫॥
লভি' সুসময়-ক্রম কি স্থাবর কি জঙ্গম
বিশ্বসৃষ্টি যেন নব জীবন পাইল ;
তাই বিশ্ব-রঙ্গ ভূমে সুখদ শরদাগমে
নবোদ্যমে জীবজাত নাট্য আরম্ভিল ॥৬॥
জল, স্থল, অন্তরীক্ষ সুপ্রসন্ন হয় লক্ষ্য,
মেঘান্তে দিগ্‌বধূগণ প্রফুল্ল-বদন ;
মৃদুমন্দ নভস্বান্‌ জুড়ায় জীবের প্রাণ,
নীরদাবরণ-মুক্ত সুধাংশু তপন ॥৭॥
থাকাতে মেঘোপরোধ ইতিপূর্ব্বে হ'ত বোধ
প্রকৃতি সর্ব্বাঙ্গে যেন কালাঞ্জন মেখে',
স্বীয় দুস্থ দশা পাছে ব্যক্ত হয় কা'র কাছে,
দিঙ্‌মুখে রাখিত ঘন ঘনাঞ্চলে ঢেকে' ॥৮॥

৫। ঘনাগম,—বর্ষাকাল। ৬। ক্রম,—পর্য্যায়, পালা।

৭। মেঘান্ত,—শরৎকাল। নভস্বান্‌,—বায়ু।

৮। উপরোধ,—আবরণ। দিঙ্‌মুখ,—দিক্‌রূপ আনন। ঘনাঞ্চলে,—মেঘরূপ বস্ত্রপ্রান্তে।

ঘুচে' গেছে' সে দুর্দ্দিন, বর্ষান্তে পাইয়া দিন,
নবীন উৎসাহে যেন উচ্ছ্বসিতানন ;
হেরে' মনে লয় হেন, দুঃখ-ধ্বান্ত-মাঝে যেন
ঘটিল সৌভাগ্যবশে দীপ-সন্দর্শন ॥৯॥

মাতৃকুক্ষি-কারাগারে সূচিভেদ্য-অন্ধকারে
ছন্নদৃষ্টি প্রাণী যথা পশিয়া ভূলোকে
সবিস্ময়ে ভূমণ্ডল হেরে সৌর-করোজ্জ্বল,
জীবলোক তথা হৃষ্ট নিরখি' আলোকে ॥১০॥

পথ ঘাট পরিষ্কৃত, অভিনব-তৃণাবৃত
হরিত ভূতল হেরে' হয় অনুমান ;
জনতা-সঞ্চার-ক্লেশ ধাতা করিবারে শেষ
মরকত-মণি দিয়া করিলা নির্ম্মাণ ॥১১॥

সিত কুশ-কাশ-চয়ে বিভূষিত ভূবলয়ে
বিস্তীর্ণ হইল যেন শরতের যশঃ,
বার্ষিক যাতনা ভুলে' পূর্ণোদক নদীকূলে
কেলিরত কলনাদী মরাল সারস ॥১২॥

৯। দুর্দ্দিন,—মেঘাচ্ছন্ন দিন ; অথচ দুঃখের দিন। বর্ষান্ত,—শরৎ। দিন,—এস্থলে সুখের অবস্থা।

"সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।"

নাগানন্দ নাটক।

১২। কবি সম্প্রদায়ের মতে যশঃ শুভ্রবর্ণ। সিত,—শুভ্র। বার্ষিক,—বর্ষাকালীন।

গিরিজার আগমন- অনুরোধে এ ভুবন
পরিহিত হ'ল যেন রম্য পরিচ্ছদে ;
ধরে'ছে অপূর্ব্ব শোভা বিশ্ব-জন-মনোলোভা
উপবন জাতীপুষ্পে, বন সপ্তচ্ছদে ॥১৩॥

প্রকৃতি ভরিয়া সাজি উল্লাসে সাজা'ল আজি
বিবিধ প্রসূনরাজি বন উপবনে ;
সে সকলে পূজা হ'বে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ যবে
গিরিজা হ'বেন, যেন এই ভেবে' মনে ॥১৪॥

আশ্বিনে অর্চনা হ'লে প্রয়োজন হ'বে বলে
প্রমুদিত স্থলপদ্ম, জাতী, শেফালিকা
কাননের অভ্যন্তর আলো করি' নিরন্তর
পথ চে'য়ে আছে কবে আসেন অম্বিকা ॥১৫॥

শ্বেত মেঘখণ্ড যায় শোভে পুলিনের প্রায়,
চৌদিক আকুলাকুল কাদম্ব সারসে ;
তারকা-কুমুদ-চিত দশদিক্ খ-নিঃসৃত
সুদীর্ঘ তটিনী-ভ্রম জন্মায় মানসে ॥১৬॥

কুত্রচিৎ পঙ্কিলতা ক্বচিৎ বা পিচ্ছিলতা
না থাকাতে গতাগতে কষ্ট তিরোহিত ;

১৩। পরিহিত,—আচ্ছাদিত। উপবন,—উদ্যান। জাতী,—মালতী। সপ্তচ্ছদ,—সাতিম বৃক্ষ ও তৎপুষ্প।

১৬। পুলিন,—চড়া। আকুলাকুল,—সাতিশয় ব্যাপ্ত। কাদম্ব,—কলহংস।

মেঘাত্যয়ে জগন্মাতা আসিবেন এ বারতা
ঘোষিতে প্রকৃতি যেন হ'য়েছে সজ্জিত ॥১৭॥
তূলরাশি মত শুভ্র বাত-সঞ্চালিত অভ্র
সহসা হেরিলে ভ্রান্তি উপজে হৃদয়ে ;
দিব্যাঙ্গনা সুপ্তোত্থিত হইয়া সম্প্রসারিত
দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা নিতেছে সরা'য়ে ॥১৮॥
প্রফুল্ল-কমল-গন্ধ- ভারাক্রান্ত মৃদুমন্দ
গন্ধবহ বহিতেছে যে দিকে যখন্,
স্বার্থপর ভৃঙ্গ-সার্থ সাধন করিতে স্বার্থ
উদ্‌ভ্রান্ত পান্থবৎ ফেরে সে দিকে তখন ॥১৯॥
ফলভরানত শালি পুষ্পিত পাদপাবলি
স্বচ্ছতোয় পদ্মাকর আন্দোলিত করে'
সঞ্চরিছে নিরন্তর ত্বগিন্দ্রিয়-প্রীতিকর
মনোহর সমীরণ গুণত্রয় ধরে' ॥২০॥
প্রাবৃট্ স্বপরাভব মনে গণি, স্ববিভব
পরিহরি' দেশ ছেড়ে' পলায়েছে দূরে ;
মন্ডূক বিবর থেকে আর তারস্বরে ডেকে'
না জন্মায় কর্ণজ্বর একঘেয়ে সুরে ॥২১॥

১৭। মেঘাত্যয়,—শরৎকাল। ১৮। অভ্র,—মেঘ। ১৯। সার্থ,—সমূহ।

২০। শালি,—ধান্য। পদ্মাকর,—পদ্মযুক্ত জলাশয়। গুণত্রয়,—শৈত্য, সৌগন্ধ্য, মান্দ্যরূপ ত্রিবিধ গুণ বায়ুর উৎকর্ষ-বিধায়ক।

২১। প্রাবৃট,—বর্ষাকাল।

শিখণ্ডী মনের দুঃখে কেকারবে ঊর্দ্ধমুখে
মেঘ-দিদৃক্ষায় আর না হেরে অম্বরে ;
মহেন্দ্র-কার্ম্মুক গুপ্ত, চঁপলা-চমক লুপ্ত,
শূন্যগর্ভ জলদের হিম-গৌরোদরে ॥২২॥

বলাকা দারুণ দুঃখে অধুনা উন্নত-মুখে
পূর্ব্ববৎ মহোল্লাসে ওড়েনা আকাশে ;
এক যায় আর আসে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে,
হেন ধারা আছে ধরা ধরিত্রী-নিবাসে ॥২৩॥

সরসী বিমল জলে কুমুদ-কহ্লার-দলে
বিমণ্ডিত হ'য়ে আজি রূপের ছটায়,
ঢল ঢল করে হেন, ষোড়শী রূপসী যেন
পরিপূর্ণ লাবণ্যের ষোড়শ কলায় ॥২৪॥

মধু-লোভে অলিকুল উপবন সমাকুল
করিল মালতী ফুল বিকসিত হেরে' ;
এ সংসারে বারমাস সবাই স্বার্থের দাস,
স্বার্থ সিদ্ধি বিনা কেহ কুত্রাপি না ফেরে ॥২৫॥

সুনীল শারদাকাশে তারাঘেরা শশী হাসে,
কৌমুদী-সলিলে ভাসে প্রশান্ত ভুবন ;

২২। শিখণ্ডী,—ময়ূর। কেকা,—ময়ূরের ধ্বনি। দিদৃক্ষা,—দর্শনেচ্ছা। মহেন্দ্র-কার্ম্মুক,—রামধনুঃ বা ইন্দ্রধনুঃ।

২৩। বলাকা'—ক্ষুদ্রজাতীয় বকবিশেষ।

ফুল্ল কমলিনী-দলে অলি ফেরে দলে দলে
কোকিলের কুহুরবে শিহরে কানন ॥২৬॥
ঝিল্লীগণ ভব ভরে' অকাতরে সমস্বরে
মেতেছে কৃতজ্ঞ-চিত্তে বিভু-গুণ-গানে ;
জীব-সঙ্ঘময়ী ধরা হ'য়ে যেন আত্মহারা
একতান-মনে মগ্ন পরেশের ধ্যানে ॥২৭॥
শরতে হেরিলে চাঁদে ভাসা'য়ে বিস্মৃতি-বাঁধে
কত কি নবীন ছাঁদে জেগে' ওঠে স্মৃতি ;
কত অসম্পন্ন আশা সন্তর্পণ ভালবাসা
আনন্দ-পশরা তথা বিষাদের গীতি ॥২৮॥
চাঁদিনী উজলা মেয়ে আঁকে যেন তুলি দিয়ে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পটে-নির্দ্দিষ্ট সীমানা ;
সেই সূক্ষ্ম রেখা টানে যে'তে অনন্তের পানে,
না করে মোহান্ধ নর তাহার ধারণা ॥২৯॥
হেরে' হেন মনোলোভা অপূর্ব্ব নিসর্গ-শোভা
না স্মরে সে শোভাকরে কে আছে এমন ?
ভারতের সুখ-রবি ধরে' সমুজ্জল ছবি
শীঘ্র যে উঠিবে তা'রি এ পূর্ব্ব লক্ষণ ॥৩০॥
প্রকৃতি সতীর হেন মহোচ্ছ্বাস হেরে' কেন
ভারত বুঝেনা ইহা মঙ্গল-সূচনা ?
স্বার্থপর এ সংসারে ঈশ বিনা কে নিস্তারে,
নিরাশ্রয় সুতের বা পুরায় কামনা ? ॥৩১॥

তিনিই তৃষ্ণার জল দাঁড়া'বার তিনি স্থল,
তিনিই প্রাণের প্রাণ, নয়নের মণি ;
সে বিশ্ব-জীবন বিনা বিশ্ব ছিন্ন-তার বীণা,
জীবনে মরণে তিনি অমৃতের খনি ॥৩২॥

লভিতে বাঞ্ছিত ফল মানবের শ্রেষ্ঠ বল
অনাদি-নিধন সেই বিভু নিরঞ্জন ;
বিশ্ব-যন্ত্র অনিবার চলে'ছে নিয়মে যাঁর,
যিনি বিশ্ব-মূলাধার বিশ্বের জীবন ॥৩৩॥

অলঙ্ঘ্য-শাসনে যাঁ'র এ ব্রহ্মাণ্ডে সবাকার
অক্লেশে জীবন-যাত্রা চলে নিরন্তর ;
দিনান্তে কৃতজ্ঞ-চিতে তাঁ'র কিন্তু নাম নিতে
না পায় জ্ঞানাভিমানী নর অবসর ! ॥৩৪॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে শরদ্বর্ণনং নাম
একাদশঃ সর্গঃ ।
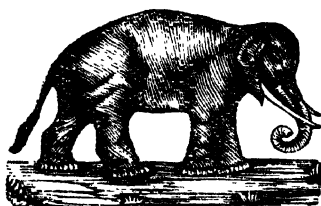
দ্বাদশ সর্গ।

স্থষ্টি-স্থিতি-সংহারিণী এ বিশ্বের শক্তি যিনি
অদ্বিতীয় শক্তিধর পুরুষ-প্রধান,
তাঁহারি শরণ লও, তাঁ'রি পদানত হও,
পূরা'বেন আশা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ॥১॥

তাঁহারি উদার-মতি কিঙ্করী প্রকৃতি সতী
করাতে দুর্ব্বল নরে নিজশক্তি দান,
পঞ্চভূতে অবস্থিত শক্তি হ'তে বিনির্ম্মিত
বিচিত্র বাস্পীয় যন্ত্র তথা বাস্পযান ॥২॥

কোটি-সূর্য্য-বিনিন্দিত যে রূপেতে বিমোহিত
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-স্থিত স্থাবর জঙ্গম,
মার সে পরমা মূর্ত্তি ধ্যান কর পাবে স্ফূর্ত্তি,
কৃতার্থ মানিবে নিজ মানব-জনম ॥৩॥

একা নভোভালে বসি' চলোর্ম্মি-বিম্বিত শশী
অসঙ্খ্য মূরতি ধরে' যেমতি বিরাজে ;
অথবা একক নর যথা পায় রূপান্তর
পিতা পুত্র পতিরূপে স্বজন-সমাজে ॥৪॥

তেমতি বিরাট-রূপ হ'ন ত্রিভুবন-ভূপ,
উপাধি-বৈচিত্র্যে তাঁ'র ভিন্ন পরিচয় ;

যে যেভাবে ডাকে তাঁ'কে, সে সেভাবে দেখে তাঁ'কে,
ভাবগ্রাহী পরমাত্মা হন ভাবময় ॥৫॥
তিনি মাতা, তিনি পিতা, পত্নী, পুত্র, ভ্রাতা, সুতা,
বিশ্বরূপ পরমাত্মা বিশ্বরূপধারী ;
এ জগৎ ব্রহ্মময়,— ভাবের সমষ্টি-চয়,
যদ্যপি ভাবের ঘরে নাহি হয় চুরি ॥৬॥
বিভিন্ন-পথগা নদী যথা বহি' নিরবধি
সাগরের সনে অন্তে সম্মিলিত হয় ;
রুচি-ভেদে সেই মত ঋজু-বক্র-পথ-গত
আত্মা পরিণামে পায় পরব্রহ্মে লয় ॥৭॥
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-ভূতা আদ্যাশক্তি গিরিসুতা
মাকে ভজ সর্ব্বাঙ্গীণ ঘটিবে কল্যাণ ;
ভবানীর আশীর্ব্বাদে পুনর্ব্বার নির্ব্বিবাদে
পতিত এ ভারতের হ'বে অভ্যুত্থান ॥৮॥
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্ত্রী পাপ-তাপ-বিঘ্ন-হর্ত্রী
জগদ্ধাত্রী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিতে,
কেন সবে দিশাহারা, কি হেতু জীয়ন্তে মরা ?
উদ্যম উৎসাহ কেন নাই কা'র' চিতে ? ॥৯॥
ছাড়িয়া ঘুমের ঘোর ভক্তিরসে হ'য়ে ভোর
জানাও কাতর-কণ্ঠে মাকে অভিপ্রায় ;

৭। "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানা পথ জুষাম্
নৃণামেকোগম্য স্তমসি (ভগবৎ-সম্বোধন) পয়সামর্ণব ইব।" পুষ্পদন্ত।

ও চরণ-ছায়াতলে কি দুর্লভ ধরাতলে ?
চতুর্বর্গ-ফল মেলে যাঁ'র করুণায় ॥১০॥
কায়মনোবাক্যে পাপ ছাড়, যা'বে তিন তাপ,
যা'বে পঞ্চ ক্লেশ, যা'বে ভবে যাতায়াত ;
হৃদয়-মন্দিরে ভক্তি রাখিলে লভিবে মুক্তি,
মার কৃপা-দৃষ্টিপাতে ঘুচিবে উৎপাত ॥১১॥
আসিয়া করম-ভূমে কেন আর মোহ-ঘুমে
কদর্থিত কর সবে অমূল্য জীবন ?
জীবন সংগ্রামে মাত, ডাক ডাকিবার মত,
সরল-হৃদয়ে মার কর আবাহন ॥১২॥
কোটিসূর্য্য-প্রভা ধরে' আসিয়া প্রাণের ঘরে
যদি মা করুণা করে' হ'ন অধিষ্ঠিত ;
দুঃখ হ'বে তিরোহিত, মোহ-ধ্বান্ত বিদূরিত,
চিত্ত-দরী দিব্যালোকে হ'বে উদ্ভাসিত ॥১৩॥
ধন মান মন প্রাণ অক্লেশে করিতে দান
সদাই প্রস্তুত যিনি, হেন মহাত্মার
মাতৃপদে অধিকার ; সুদুর্লভ দুরাত্মার
এ বুঝে' সাদরে কর আমন্ত্রণ মার ॥১৪॥
ফলতঃ ভক্তের তিনি, বিশ্বের ঈশ্বরী যিনি,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁরি অক্ষয় বিভব ;

১২। কদর্থিত,—দূষিত। বিড়ম্বিত। ১৩। দরী,—গুহা, গহ্বর।
১৪। আমন্ত্রণ,—সম্বোধন, সম্বর্দ্ধনা।

নাহি চান ধন রত্ন, চান মাত্র ভক্তি যত্ন,
কি উৎকোচে তাঁ'রে বশ করিবে মানব ? ॥১৫॥
সবে একপ্রাণ হও, সতত সৌভ্রাত্রে রও,
সোদর-বিরোধ যাই মার প্রাণে বাজে,
ভারত পতিত তাই, নিঃস্ব যার-পর-নাই,
ঘৃণিত অসভ্য বলে' সুসভ্য সমাজে ॥১৬॥
গুরুদের দীর্ঘশ্বাস যেথা বহে বারমাস
ভাগ্যহীন সে দেশের ঘটে না কল্যাণ ;
ইহা প্রতিবর্ণে সত্য, ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব
বুঝিতে পারে না আজি ভারত-সন্তান ॥১৭॥
নিজ অনুকম্পা-গুণে স্থানে থেকে' কাণে শুনে',
কাতর সন্তানে দেখা দিবেন জননী ;
ঘুচা'তে সুতের দুঃখ না হ'বেন পরাঙ্মুখ
আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণা দনুজ-দলনী ॥১৮॥
পবিত্রতা-গঙ্গাজলে পাপ-পঙ্ক ধৌত হ'লে
তবে সেই দিব্যজ্যোতিঃ দয়া ভাবি' মনে,
কোটি-সূর্য্য-প্রভা ধরে' মোহ-ধ্বান্ত দূর করে'
বিম্বিত হ'বেন স্বচ্ছ মানস-দর্পণে ॥১৯॥
পরিহরি' সুকৈলাস ভারতের অভিলাষ
পূরাইতে আদ্যাশক্তি স্বয়ংশঙ্করী

১৬। সৌভ্রাত্র,—সুভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃবর্গের পরস্পর স্নেহ।

১৮। অনুকম্পা,—দয়া।

হাসিতে হাসিতে ঐ আসিছেন দয়াময়ী,
দশভুজে দশবিধ প্রহরণ ধরি' ॥২০॥
দাও সবে করতালি উরিলেন শশিভালী
গভীর 'মাভৈঃ' রবে পূরব গগনে ;
ত্রিভুবন আলোকরে' বরাভয় ধরি' করে,
ঢালরে কুসুমাঞ্জলি রাতুল চরণে ॥১২॥
মুখে জয় জয় বলি' হাতে লও পুষ্পাঞ্জলি,
অসুর-নাশিনী ঐ কৈলাসের রাণী
স্বসুতে দেখা'তে দয়া অবতীর্ণা মহামায়া
উষাসহ প্রাচীভালে সুচারু-হাসিনী ॥২২॥
কোটি-স্থির-সৌদামিনী প্রতিভা-ছটায় জিনি'
যে অপূর্ব্ব রূপরাশি বিকাশে আকাশে ;
সবে উহা লক্ষ্য করে' অকপট ভক্তিভরে
জানাও মনের ক্ষোভ জননী-সকাশে ॥২৩॥
ভারত-নিবাসী সবে হেন শুভ মহোৎসবে
বিষাদ-সাগরে কেন মগ্ন অকারণ ?
সবে প্রেম-অশ্রুনীরে পূজিয়া মা ভবানীরে
সফল-জনম হই সফল-জীবন ॥২৪॥
ধরি' কুসুমের দাম ভক্তিভরে অবিরাম
মুখে বল জয় জয় ভবানী শঙ্কর ;
কোথা শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসী, খঞ্জনী, ঝাঁঝরী, বাঁশী,
বাজাও ভারতবাসী ! বাজাও সত্বর ॥২৫॥

কুসুম অঞ্জলি-ভরে' ল'য়ে সবে অকাতরে
ভবানীর শ্রীচরণে ঢাল কুতূহলে ;
প্রাণের সঙ্গীত গে'য়ে পরম সন্তোষ পে'য়ে
নিবাও সংসার-জ্বালা বিস্মৃতির জলে ॥২৬॥
বিষাদ-কালিমা মেখে' পূর্ণ সংবৎসর থেকে'
ন্যূনকল্পে দিনত্রয় মাত মহোৎসবে,
কে পারে নিশ্চিত মতে বলিতে, বৎসর গতে
অনিত্য জগতে তুমি র'বে কি না র'বে ? ॥২৭॥
মার সন্নিহিত হই হেন পুণ্য আছে কৈ ?
এ ভেবে' নির্ব্বিন্ন কেন অকারণ হও ;
অপার করুণা মার, জেনে' শুনে' অনিবার
অবসন্ন-ভাবে কেন দিবানিশি রও ? ॥২৮॥
পাপের ইয়ত্তা নাই, এ কথার অর্থ নাই,
মার কৃপা সীমাবদ্ধ কে পারে বলিতে ?
যদি অনুতপ্ত-হৃদে পড় জননীর পদে,
নারিবেন স্নেহময়ী নিশ্চিন্ত থাকিতে ॥২৯॥
পদ্মদল গত জল পরামায়ুঃ ঢল ঢল
সদাই পতনশীল অতীব তরল ;
অনুদিন হীন বল, আঁখি সদা ছল ছল,
পাশে কেশে ধরে' কাল হাসে খল খল ॥৩০॥
গভীর উদ্দেশ্য কেন ভুলিয়া দুর্লভ হেন
মানব-জনম বৃথা কররে হরণ ?

ভঙ্গুর বুদ্বুদ প্রায় একবার গেলে হায়!
না মিলিবে পুনরায় অমূল্য জীবন ॥৩১॥
গত্বর জীবন যাই এই-আছে এই-নাই,
তাই বলে' কভু ইহা ক্রীড়নক নয়;
যদি চাও সুখী হ'তে অনন্ত বিশ্বের পথে
দাঁড়াও, যাহাতে হ'বে সদানন্দময় ॥৩২॥
পিছনে মৃতের মত আলস্যের ক্রোড়গত
কেন থাক? শান্তি নাই সীমার মাঝারে;
অসীমের অভ্যন্তরে, সন্তোষ বিরাজ করে,
যা' পে'লে কৃতার্থ হ'বে অসার সংসারে ॥৩৩॥
এ বিশ্ব রচনা যাঁ'র পালিয়া নিদেশ তাঁ'র,
সমুদায় বিশ্বসৃষ্টি আনন্দে জড়িত;
আনন্দে কুসুম ফোটে, আনন্দে সৌরভ লুঠে'
বিশ্বময় করে বায়ু তাহা' বিতরিত ॥৩৪॥
বালার্ক সোণালি-জলে সিঞ্চি' ধরা কুতূহলে,
সিন্দূর বিন্দুর মত জ্বলে উষা-ভালে,
আনন্দে পূর্ণেন্দু নিশি গগন-প্রাঙ্গণে বসি'
শ্রান্ত বিশ্বে জ্যোৎস্না-ছলে সুধাধারা ঢালে ॥৩৫॥
দিনমণি-দরশনে আনন্দে অধীর-মনে
মেতে'ছে বিহঙ্গকুল মার গুণ-গানে;
আজ্ঞা করি' শিরোধার্য্য সাধিয়া মায়ের কার্য্য
জনম জীবন কেনা চরিতার্থ মানে? ॥৩৬॥

মার কৃপা অনুপম করিয়া হৃদয়ঙ্গম,
যখন এ বিশ্বরাজ্য আনন্দে মগন ;
নরজন্ম পে'য়ে হেন কৃতজ্ঞ না হ'য়ে কেন
দিবানিশি নিরানন্দ হই অকারণ ? ॥৩৭॥

হৃদয়ের দ্বার খুলে' নিখিল যাতনা ভুলে'
এস সবে একপ্রাণে মার গুণ গাই,
মাকে ডেকে' একস্বরে শমনে তাড়া'য়ে দূরে
অবলীলাক্রমে চল ভবপারে যাই ॥৩৮॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে আবাহনং নাম
দ্বাদশঃ সর্গঃ।
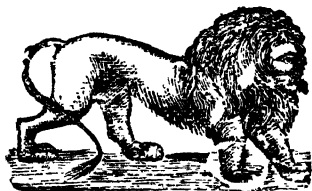
ত্রয়োদশ সর্গ।

আনন্দময়ীর ছেলে! এবে জননীরে পে'লে,
আর কি ভাবনা তব পূরিবে বাসনা;
দিন কেন মাকে ডাকি,' বড় আর নাই বাকি,
শিয়রে শমন তব জেনেও জাননা ॥১॥

পরিহরি' ছেলে খেলা, মূঢ় মন! এই বেলা
ভজ মার পদ ভেলা আশ্রয়ের সার;
কেন হও জ্ঞানহীন? ভুলনা শেষের দিন,
ভব-সিন্ধু তরিবার গতি নাই আর ॥২॥

ব্যর্থ কাজে নিরন্তর লিপ্ত থেকে' রে পামর!
নাহি পে'লি অবসর ডাকিবারে মাকে,
জীব-নিশা হ'লে ভোর কি দশা ঘটিবে তোর?
মরম-বেদনা হেন জানাই বা কা'কে? ॥৩॥

অলস হইয়া বসে' সময় কাটিবে কিসে,
এ বৃথা চিন্তায় দেহ করিলিরে কালী;
জীবন-ধারণে তবু না ভাবিলি মাকে কভু,
দুর্লভ মানব-জন্ম হেলায় হারা'লি ॥৪॥

আর' যে ক'দিন ভবে জননী-প্রসাদে র'বে,
মাতৃপদ ধ্যান কর ত্যজি' দুর্ভাবনা,

যে দিন মুদিয়া নেত্র ছাড়িবে এ কর্ম্মক্ষেত্র,
আত্মার কি দশা হ'বে সে চিন্তা ভুলনা ॥৫॥
এসে'ছ দু'দিন তরে কাজ সেরে' ফের ঘরে,
ছাড়িয়া পরমতত্ত্ব ব্যর্থ ধনে মজে'
এ জীবন কাটাইলি, নিজ দিন না কিনিলি,
তোর তুল্য মূঢ় কেবা আছে পৃথ্বীমাঝে ? ॥৬॥
হইয়া উদ্দেশ্য-হীন রহিলি রে চিরদিন
ক্রমে সন্নিহিত হ'ল দুরন্ত শমন ;
হিত উপদেশ ধর, আত্মানুসন্ধান কর,
দেহান্তে যদ্যপি চাও অনন্ত জীবন ॥৭॥
দিন দিন আয়ুঃ হীন, অনুদিন তনু ক্ষীণ,
ছোটে না আশার নেশা তথাপি তোমার ?
বিষপানে সংজ্ঞাহীন, তাই সুখে যাপ দিন,
কিসে এত সুখী তাই লাগে চমৎকার ! ॥৮॥
সংসার-মরুর মাঝে কি উদ্দেশে বাজে কাজে
ঘুরে আর সারা হও হ'য়ে লক্ষ্য-হারা ?
জীবনের প্রয়োজন হইয়াছে সমাপন,
ধ্রুবতারা হের, যাহে ঘোচে ভব-কারা ॥৯॥
সুখদুঃখ এ সংসারে ঘুরিতেছে চক্রাকারে
কখন্ কি দশা ঘটে তা' বলা দুষ্কর ;

৭। আত্ম-সাক্ষাৎকার পরমধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।
"অয়ন্তু পরমোধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্।" যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

এ জন্য মনীষিগণ সদা ধীর-ভাবে র'ন,
অবস্থার বিপর্য্যয়ে না হ'ন কাতর ॥১০॥
সকলেই সুখ চায়, কিন্তু তা' ক'জন পায় ?
অবিচ্ছিন্ন সুখ-ভোগ প্রীতিপ্রদ নয় ;
সাধারণে মনে মনে ধনিগণে সুখী গণে,
অথচ বিভবশালী সুখে কৈ রয় ? ॥১১॥
সন্তোষ-অমৃত-পানে পরিতৃপ্ত যাঁ'র প্রাণে
না হয় বিষয়-ভোগে উদ্রিক্ত লালসা ;
জগতে তিনিই সুখী, অপর সবাই দুঃখী,
ধনার্থীর সুখ-লিপ্সা কেবল দুরাশা ॥১২॥
প্রকৃত ধার্ম্মিক তিনি, হৃদ্বোধ করেন যিনি,
যখন যে ভাবে ধাতা রাখিবেন তাঁরে,
তখন্ তাহাতে তুষ্ট র'বেন না হ'য়ে রুষ্ট,
য'দিন থাকিতে হ'বে অনিত্য সংসারে ॥১৩॥
তাঁ'র রাজ্যে বারমাস স্বচ্ছন্দে করিয়া বাস
কে মোরা নগণ্য কীট রাজ-রাজেশ্বরে,
অসীম-সাহস-ভরে কভু দোষারোপ করে'
চূড়ান্ত মূঢ়তা নিজ ঘোষিব সংসারে ? ॥১৪॥
অমৃতে গরল করে গরলে অমৃত করে,
ইচ্ছাময় বিনা হেন শক্তি আছে কা'র ?

১০। "কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা।
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরিচ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥" কালিদাস, উত্তরমেঘ।

পরম মঙ্গলালয় ঈশ্বরের রাজ্যময়
কিবা সুখ দুঃখ কিবা স্থির করা ভার ॥১৫॥
অজ্ঞান মানবগণে ইষ্ট বলে' যা'রে গণে,
কে বলিবে অহিত তা' না হইতে পারে ?
তাই চিন্তাশীল নরে অনিত্য বস্তুর তরে
কদাপি বিকৃতি-গ্রস্ত না হ'ন সংসারে ॥১৬॥
কা'র সাধ্য এ সংসার অবিচ্ছিন্ন দুঃখাগার
অম্লান-বদনে কভু হেন কথা রটে ;
কে না জানে বারমাস হেথা হ্রাস বৃদ্ধিনাশ
সৃষ্টিমাঝে প্রতিপল অনুপলে ঘটে ? ॥১৭॥
যে দিকে ফিরা'বে নেত্রে হেরিবে এ বিশ্ব-চিত্রে
সুবিস্পষ্ট পরিবর্ত্ত ঘটিছে সদাই ;
এক দশা নিরন্তর জুড়িয়া এ চরাচর
ক্ষুদ্র কি মহৎ কা'র' দেখিতে না পাই ॥১৮॥
এ অনন্ত বিশ্বরাজ্যে বিশ্ব-বিধাতার কার্য্যে
সর্ব্বস্থলে সদসদ্বিচার-নিপুণ,
হেন জ্ঞানী কে বা আছে, মীমাংসিত যা'র কাছে
নির্ব্বিরোধে হ'বে, কিবা দোষ কি বা গুণ ॥১৯॥
যে মশক ক্ষণ তরে সৌরালোকে ক্রীড়া করে'
দু' এক মুহূর্ত্তপরে ধরাশায়ী হয়,
ঐশ কার্য্যে তার উক্তি, বিতর্ক অথবা যুক্তি
মানব-সমাজে যথা শ্রদ্ধেয় না হয়,—॥২০॥

নিরবধি সময়ের সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের
বোধাতীত পরিমাণ সহিত তুলনা
করে' যা'র ভূমণ্ডলে কীটাণু কীটের দলে
না হয় সঙ্গতভাবে কদাপি গণনা,—॥২১॥

এ হেন ন-গণ্য নরে যদি বৃথা দম্ভ ভরে
পরম চৈতন্যময় ঈশ্বরের কাজে
কদাপি কটাক্ষ করে, কে না নিন্দে সে পামরে
সুবিশাল এ নিখিল ধরণীর মাঝে ? ॥২২॥

সুখ-দুঃখ-বিজড়িত সংসারের ক্রোড়গত
হ'য়েও না উপজিল সংসারের জ্ঞান ;
না জানি জন্মিবে তবে তব তত্ত্বজ্ঞান কবে ?
বুঝি ভব ত্যজি' যবে করিবে প্রয়াণ ? ॥২৩॥

সকলেরি কাম্য সুখ, কে চায় ভুঞ্জিতে দুঃখ
অথচ দুঃখের তুল্য বন্ধু আর নাই ;
দুঃখে যে পতিত হয়, তা'রি হয় জ্ঞানোদয়,
দুঃখ-পঙ্ক মাখি তাই সুখাস্বাদ পাই ॥২৪॥

দুঃখ-কশাঘাতে যাই ছিন্ন-ভিন্ন-পৃষ্ঠ তাই
জীব জাত সদা করে সুখের আদর ;
প্রতিপক্ষ আছে যা'র পরিস্ফুট হয় তা'র
উৎকর্ষ, গ্রাহ্যতা, তথা গৌরব-নিকর ॥২৫॥

ধ্বান্ত যথা আলোকের উৎকর্ষ ও গৌরবের
তুলাদণ্ড, দুঃখ তথা নিকষ-উপল ;

যাহে সুখ-স্বর্ণ পে'লে, পরীক্ষিত হয় ফেলে' ;
দুঃখই সুখের এক পরীক্ষার স্থল ॥২৬॥
স্নিগ্ধ বট-তরু-চ্ছায়া জুড়ায় অধ্বগ-কায়া
কেন না সেবিত হয় পথশ্রান্তি পরে ;
আলস্যে নিদ্রার ক্রোড়ে সর্ব্বদা যে থাকে পড়ে',
ছায়া তত উপাদেয় সে কি বোধ করে ? ২৭॥
শরদম্বুধর-চ্ছায়া সম এ অনিত্য কায়া
এই আছে ক্ষণ পরে ধ্রুব পা'বে লয় ;
সাগরে বুদ্বুদ মত কখন যে হ'বে গত
কোন্ শক্তিধর তা'র করিবে নির্ণয় ? ॥২৮॥
আত্মার ভঙ্গুর গেহ পঞ্চভূতাত্মক দেহ
বিনশ্বর হইলেও আত্মা নিরত্যয় ;
পরাত্মার ক্ষুদ্র বিন্দু সেই আত্মা ভব-সিন্ধু
পার হ'বে কিসে ? তাই চিন্তার বিষয় ॥২৯॥
এখন' সময় আছে, দেহান্তে দুর্গতি পাছে
জীবাত্মার ঘটে, তাই বলি যোড়-করে ;
জীবনের সুগভীর উদ্দেশ্য রাখিয়া স্থির,
সদা ধীরভাবে চল সেই লক্ষ্য ধরে' ॥৩০॥
ভবে গতাগত-ক্লেশ তা' হ'লে হইবে শেষ,
মর্ম্ম-পীড়া-সন্তাড়ন সহিতে হ'বে না ;

২৬। নিকষ-উপল,—কষ্টিপাথর। ২৭। অধ্বগ,—পথিক, পান্থ।
২৯। নিরত্যয়,—অবিনাশী।

সময় বহিয়া গেলে ইহ কিংবা পরকালে
জীবাত্মার উদ্ধারের প্রত্যাশা র'বে না ॥৩১॥
জলে জলবিম্ব যথা ঈশে আত্মা মিশে' তথা
ঈপ্সিত সাযুজ্য-লাভ করিবে যাহাতে,
না ছাড়িতে এ ধরায় কর সেই সদুপায়,
এড়া'বে ত্রিবিধ-দুঃখ-ঘাত-প্রতিঘাতে ॥৩২॥
দেহ-রথ ক্ষণধ্বংসী, যন্তা নহে তা'র অংশী,
আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ প্রেমানন্দময়
অপার করুণা-সিন্ধু পরাত্মার ক্ষুদ্র বিন্দু ;
যাঁ' হ'তে উৎপত্তি তা'র তাঁহাতেই লয় ॥৩৩॥
এ হেন জীবাত্মা যায় হইয়া বিমুক্ত-কায়,
স্বকীয় নিদান-ভূত ঈশ্বরে মিশায়,
সেই চিদানন্দ ঘনে ধ্যান করি' একমনে,
চরণে শরণ লও, হ'বে সদুপায় ॥৩৪॥
ছাড়িয়া অসার ভবে জীবন-বুদ্বুদ যবে
মিশিবে আদ্যন্ত-হীন সময়-সাগরে ;
আত্মার কি গতি হ'বে অন্য কে সংবাদ ল'বে ?
সকলি পড়িয়া র'বে ভবে চিরতরে ॥৩৫॥
পরম করুণাময় বিশ্বপতি সে সময়
নিরাশ্রয়ে স্থান দিয়া নিজ সন্নিধানে,

৩২। সাযুজ্য,—সহযোগ, অভেদ। মুক্তি বিশেষ।

৩৩। যন্তা,—সারথি, চালক ; অর্থাৎ এস্থলে জীবাত্মা।

বৎসলা মাতার মত কোলে ল'য়ে অবিরত
স্বস্থ করিবেন তা'রে সান্ত্বনা-প্রদানে ॥৩৬॥
রমণীয় এ সংসার প্রকাশিছে অনিবার
রচনা-চাতুরী যাঁ'র সেই কারুবরে
দিনান্তে সকৃৎ নর না ডাকিয়া, নিরন্তর
বিফলে জীবন হরে না জানি কি করে' ! ॥৩৭॥
এ মনোজ্ঞ বিশ্ব যাঁ'র তুমি আমি কে না তাঁ'র ?
কি ভুলে ভুলিয়া বলি তোমার আমার ;
ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম রবি তারা গ্রহ সোম
সকলি সে কৃপাময় বিশ্ব-নিয়ন্তার ॥৩৮॥
যদাজ্ঞায় দিবানিশি পবন তপন শশী
সঞ্চরিছে নতশিরে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে ;
বাক্য মন কাছে যাঁ'র যে'তে সদা মানে হার,
তাঁ'র পাদপদ্ম-লাভ ঘটে পুণ্য-ফলে ॥৩৯॥
ভক্তিলভ্য নিরঞ্জনে বসা'য়ে মানসাসনে
যে সুকৃতী পাদপদ্মে সঁপে মন প্রাণ,
ভক্তাধীন ভগবান্ সদা যাঁ'র ধ্যান জ্ঞান,
এ জগতে তাঁ'র তুল্য নাই ভাগ্যবান্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে চিত্ত-সম্বোধনং নাম
ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

মোহান্ধ অবশ মন নাহি শোনে কদাচন,
যখন বুঝা'য়ে তা'কে বলি যে বচন ;
বৃথা আকিঞ্চন করে' খেটে' মরি তা'র তরে
সবি ভস্মে ঘৃতাহুতি, অরণ্যে রোদন ॥১॥

দুর্বিনীত স্বেচ্ছাচার হেন ক্ষুদ্রাশয় আর
দ্বিতীয় না মেলে জুড়ে' নিখিল ভুবন ;
যে তা'র হিতৈষী জন তা'রি হয় অনুক্ষণ
অনিষ্ট-সাধনে রত, হেন অভাজন ॥২॥

সযতনে বুকে রাখি, অথচ আমাকে ফাঁকি
দিতে ত্রুটি নাহি করে, কৃতঘ্ন এমন ;
জড়, মূর্ত্ত, অচেতন, দুর্বৃত্ত, বিকার মন
নীচ হ'বে, নাই তাহে বিস্ময়-কারণ ॥৩॥

২। দুর্বিনীত,—উদ্ধত। ৩। বিকার,—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়কস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥"

সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী।

সাঙ্খ্যদর্শন মতে ২৫টী তত্ত্ব। যথা মূল প্রকৃতি (অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের সাম্যাবস্থা) অবিকৃতি। বুদ্ধি, অহঙ্কার, রূপতন্মাত্র, রস-তন্মাত্র,

কেন না ঊষর ক্ষেত্রে কে কবে হেরে'ছে নেত্রে
ফলে'ছে বর্ষার জলে প্রচুর ফসল ?
এত কাল মিছে গেল যা'বার সময় এ'ল,
না হ'ল সঞ্চিত কিন্তু পথের সম্বল ॥৪॥
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এ'রা নহে আপনার,
সম্বন্ধ এ'দের সনে যাবৎ জীবন ;
নিধন হইলে পরে কে কোথা পলা'বে সরে',
কাজেই করে না মম মঙ্গল-সাধন ॥৫॥
জ্ঞান-সিন্ধু প্রেম-ইন্দু মহাচৈতন্যের বিন্দু
জীবনে মরণে বন্ধু হে অন্তরাত্মন্ !
অমরাত্মা তুমি আমি তথা বিভু অন্তর্যামী
এ তিনে অভিন্ন বস্তু হ'তেছি যখন,—॥৬॥
তখন আত্মীয়-বোধে এ দীনের অনুরোধে
ধর্ম্মপথ দেখ, কাল না করে' হরণ,
আনন্দ-সদনে যদি মার কাছে নিরবধি
সদানন্দে থাকিবারে করে'ছ মনন ॥৭॥

গন্ধ তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র এই ৭টী প্রকৃতি-বিকৃতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (অর্থাৎ বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ,) একাদশ ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ মনঃ) এবং পঞ্চ মহাভূত (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম) এই ১৬টী বিকার। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মা) প্রকৃতি ও নয়, প্রকৃতি-বিকৃতিও নয়, বিকারও নয়। সুতরাং এ স্থলে মনঃ বিকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৪। ঊষর,—ক্ষারভূমি।

হিত উপদেশ ধর, পাপ-পথ পরিহর,
সাধুজনাশ্রিত পথে চল অনুক্ষণ ;
যাহে ভবলীলা-অন্তে জননীর পদ-প্রান্তে
অবাধে উত্তীর্ণ হ'য়ে লভিবে শরণ ॥৮॥

এ সংসার রঙ্গালয় কেহই কাহার' নয়,
দিন দুই তরে সবে রয় হেথা প'ড়ে ;
অভিনয় শেষ হ'লে কে কোথায় যায় চলে',
একাত্মা আমরা বদ্ধ একই নিগড়ে ॥৯॥

ভবলীলা সাঙ্গপ্রায় আয়ুঃ-সূর্য্য অস্ত যায়,
সময় ও নদীবেগে কে রাখিবে ধ'রে ?
দু'দিনের বন্ধু যা'রা কভু সঙ্গী নহে তারা,
এক ধর্ম্ম-বন্ধু যাবে ল'য়ে সঙ্গে করে' ॥১০॥

পুত্তিকা বল্মীক যথা ক্রমশঃ বিরচে তথা
যতনে সঞ্চিত কর ধর্ম্মরূপ ধনে ;
যদি পারত্রিক ক্ষেম পে'তে চাও কর প্রেম
সত্য-প্রেম-পারাবার নিত্য নিরঞ্জনে ॥১১॥

জগদম্বা অপরূপ সেই রৌদ্র বিশ্বরূপ
ধরিয়া বিরাজমান মহাশূন্য' পরি ;

৯। নিগড়,—শৃঙ্খল। ১১। পুত্তিকা,—পতঙ্গীবিশেষ, উই ইতিভাষা। বল্মীক,—উইয়ের ঢিপি। ক্ষেম,—কল্যাণ।

"ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকা।" মনু।

এক দিন কুরুক্ষেত্রে　　স্তম্ভিত পার্থের নেত্রে
প্রকটিত হইলেন যেরূপে শ্রীহরি ॥১২॥
হেন ভীমাকৃতি যার　　নিরখি' হৃদয় কা'র
একদা বিস্ময়ে ভয়ে না হয় বিহ্বল ?
দেহ-প্রভা-বিচ্ছুরিত　　মহাকাশ উদ্‌ভাসিত,
মহীধ্র-অঙ্ঘ্রির স্পর্শে পূত রসাতল ॥১৩॥
গলে দোলে অভিরাম　　বিচিত্র নক্ষত্র-দাম
তা'র মাঝে মধ্যমণি পূর্ণেন্দু বিলসে,
অশনি-কিরীট-চূড়ে　　তড়িৎ-পতাকা ওড়ে,
নীলাম্বর পরিণত অধর-বাসসে ॥১৪॥
পদ-চিহ্নে চিত্রকরা　　চরিতার্থা বিশ্বম্ভরা
বালার্ক-কিরণ-ছলে সুখার্ণবে ভাসে ;
ভিন্নাঞ্জন-নিভাভাস　　নীলাম্বুদ-কেশ-পাশ
মারুতান্দোলিত হ'য়ে দিগ্‌দশে বিকাশে ॥১৫॥
দর্শনে স্পর্শনে পুণ্য　　জাহ্নবী-যমুনা-স্তন্য
ঝরিছে সোহাগ-ভরে বক্ষোদেশে যার ;
কত বন, গিরি, নদী　　শোভে হৃদে নিরবধি,
গণিয়া ফুরা'তে পারে হেন শক্তি কা'র ? ॥১৬॥

১২। রৌদ্র,—ভীষণ। ১৩। বিচ্ছুরিত,—ব্যাপ্ত।

১৩। মহীধ্র,—পর্ব্বত। অঙ্ঘ্রি,—চরণ।

১৪। নীলাম্বর,—এ স্থলে নীলাম্বর শব্দ দ্ব্যর্থ। নীলবর্ণ আকাশ ও নীল বসন।

১৫। ভিন্নাঞ্জন-নিভাভাস,—মর্দ্দিত কজ্জলতুল্য দীপ্তিযুক্ত।

সাগরে বুদ্বুদ যথা উঠিয়া লুকায় কোথা
কিছুই সন্ধান তা'র কেহ নাহি পায় ;
মার তনু-মধ্যে তথা কত বিশ্ব হেথা সেথা
সহসা জনমি' তাহে নিমেষে মিলায় ॥১৭॥

না শুনে' বিবেক-বাণী, গুরুজনে অবগণি,'
না মানি' শাস্ত্রোপদেশ, পাপে লিপ্ত থাকি ;
দুরিত-দূষিত চিত্ত না হ'লে পবিত্রীকৃত,
পুণ্য মাতৃ-মূর্ত্তি সেথা কি সাহসে রাখি ? ॥১৮॥

জীবন, যৌবন, চিত্ত, দারা, সুত, কন্যা, বিত্ত,
জলে জলবিম্ব প্রায় একান্ত অস্থির ;
একমাত্র সনাতন হন চিন্তামণি-ধন,
তাঁ'র ধ্যানে পূত যাঁ'র হৃদয়-মন্দির,—॥১৯॥

তিনিই চতুর, ধীর, বিবেকী, বিরাগী, বীর,
ইন্দ্রিয় বা অন্তঃশত্রু কা'র ন'ন বশ ;
বাসনা-অনলে যা'র চিত্ত-ভূমি ছার ক্ষার,
পরবশ সে দুঃখীর জীবন নীরস ॥২০॥

১৯। চিন্তামণি,—বাঞ্ছিত ফলপ্রদ মণি, স্পর্শমণি। পরেশ পাথর ইতিভাষা।

২০। ইন্দ্রিয়,—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, যথা বাক্, পাণি, পাদ' পায়ু, উপস্থ। মন একাদশ ইন্দ্রিয়।

অন্তঃশত্রু,—ছয় রিপু, যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।

"সর্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।"

যে'তে যাঁ'র সন্নিধানে বাক্য মন হার মানে,
যোগিগণ বিশ্ব ভুলে' ধ্যেয়ায় যাঁহারে ;
যে আত্মা বিষয়াসক্ত সে কেমনে হ'বে শক্ত
কলুষ-পঙ্কিল চিত্তে ধরিতে তাঁহারে ? ॥২১॥
শ্লাঘ্য তিনি নরকুলে, যিনি তাঁ'কে নাহি ভুলে'
হৃদয়-মন্দিরে তুলে' করেন অর্চ্চনা ;
মোহ-মদিরার নেশা না ছুটিতে তাঁ'র আশা
যে দুর্ম্মতি করে তা'র বৃথা বিড়ম্বনা ॥২২॥
চির-বরণীয় তিনি মাকে হৃদাসনে যিনি
বসা'য়ে চরণ-পদ্মে দেন পুষ্পাঞ্জলি ;
যে অভাগা বারমাস ভোগ-বাসনার দাস
জনম জীবন তা'র বিফল সকলি ॥২৩॥
অরুণ-কিরণ-রেখা রন্ধ্র দিয়া দিলে দেখা,
কত শত চিত্রলেখা বিরাজে অম্বরে ;
তথা মার আননাভা চিদাকাশে পে'লে শোভা,
আত্মহারা হ'তে হয় আত্মরূপ হেরে' ॥২৪॥
মা যাহার প্রতি বাম তা'র পক্ষে ভবধাম
শুদ্ধ হা-হুতাশময় ধূধূ মরুপ্রায় ;
কুত্রাপি তাহার মাঝে ওয়েসিস্ না বিরাজে,
দারুণ তৃষার চোটে ছাতি ফেটে' যায় ॥২৫॥

২৫। ওয়েসিস্,—মরুভূমির স্থানে স্থানে জল ও বৃক্ষ সংযুক্ত বিশ্রাম স্থল বিশেষ।

মিটা'তে প্রাণের ক্ষুধা তা'র ভাগ্যে প্রেম-সুধা
স্বপনেও নাহি জোটে শরীর-ধারণে ;
ভারভূত তা'র দেহ, জীর্ণারণ্য শূন্য গেহ,
কষ্টে কাল কাটে তা'র শুষ্ক দিন গণে' ॥২৬॥
সংসার-গরল-বনে এক মাতৃ-সম্বোধনে
দুর্বহ দুঃখের ভার একবারে নামে ;
মা বলিতে নাই যা'র সে অধন্য অভাগার
বিড়ম্বনা-ভোগমাত্র সার ভবধামে ॥২৭॥
বিশিষ্ট পুণ্যের বলে তবে মার পদতলে
পরম আশ্রয় মেলে সুকৃতী নরের ;
যে জন অকৃত-পুণ্য দুরাত্মার অগ্রগণ্য
দুরাপ সে শ্রেষ্ঠ পদ হেন অধন্যের ॥২৮॥
পবিত্রতা-গঙ্গাজলে পাপ-পঙ্ক ধৌত হ'লে
তবে সে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ হইয়া সদয়,
সুবিমল চিত্তাদর্শে বিস্মিত হইয়া হর্ষে
করেন আন্তর রাজ্য দিব্যালোকময় ॥২৯॥
যে জীবাত্মা ভোগরত বাসনার অঙ্কগত,
পুণ্য চিদানন্দঘন পরম আত্মাকে
কি গুণে ধরিবে হৃদে, উত্তীর্ণ বা হ'বে পদে,
যোগিবৃন্দ ধ্যান-মার্গে না পান যাঁহাকে ? ॥৩০॥
সদা যিনি এ জগতে চলেন সরল পথে,
তথা বিশ্বনাথে যাঁ'র অটল নির্ভর,

বিপদ্ তাঁহার পথে নাহি আসে কোন' মতে
বিপদ্-ভঞ্জন তাঁ'র নিত্য সহচর ॥৩১॥
মনের সহিত বাক্য যাঁ'কে ভেবে সুদুষ্প্রাপ্য,
কুণ্ঠিত-প্রসর হ'য়ে প্রত্যাবৃত্ত হয় ;
এ হেন আনন্দঘন ব্রহ্মানন্দে নিমগন
পুণ্যাত্মার কিসে হ'বে ভয়ের উদয় ? ॥৩২॥
ব্রহ্মানন্দ-পারাবারে মগ্ন তিনি একবারে,
ভয়ের অতীত তাঁ'কে ভয় করে ভয় ;
উদ্দাম-আনন্দ-স্রোত- মাঝে তিনি ওতপ্রোত,
সদাই অকুতোভয় প্রেমানন্দময় ॥৩৩॥
যে'তেছে দিনের দিন, ঘনাইছে শেষ দিন,
সন্ধ্যা হ'লে যে'তে হ'বে ফিরে' নিজ ঘরে ;
এখন' নয়ন খোল, বিষয়-বাসনা ভোল,
যদ্যপি একদা যা'বে আনন্দ-নগরে ॥৩৪॥
যে দুর্বুদ্ধি জড় দেহে আত্মবুদ্ধি রাখি' স্নেহে
এ দেহ পুষ্টির তরে লিপ্ত হয় পাপে ;
জ্ঞানহীন অর্বাচীন সে পামর চিরদিন
দগ্ধ হয় তুষানল তুল্য অনুতাপে ॥৩৫॥

৩২। "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥"
তৈত্তিরীয় উপনিষৎ।

৩৩। ওতপ্রোত,—বস্ত্রের ন্যায় স্যূত বা গুম্ফিত।

এই বেলা মাকে ডাক, প্রস্তুত হইয়া থাক,
ডাকিতে নিদানকালে সময় পা'বে না;
সহস্র-বৃশ্চিক-দংশ- যন্ত্রণায় দেহ-ধ্বংস
যবে হ'বে, চিত্ত-স্থৈর্য্য কিছুতে র'বে না ॥৩৬॥
আকৃতি-বিকৃতি দেখে' পঞ্চভূত একে একে
দেহ-কারা ফেলে' রেখে' যে দিন পলা'বে;
সাঙ্গ হ'বে সব সঙ্গ, পড়ে' র'বে ভবরঙ্গ,
ধর্ম্ম বিনা কোন' বন্ধু সঙ্গে নাহি যা'বে ॥৩৭॥
পুত্র মিত্র বিশ্ব চিত্রে হেরিতে নারিবে নেত্রে,
এ মুখ হইবে মূক বাক্য না সরিবে;
শ্রবণ বধির হ'বে, নাসিকা না গন্ধ ল'বে,
রসনা অসাড় হ'বে আস্বাদ না পা'বে ॥৩৮॥
নাম ধরে' ডেকে' সবে সদুত্তর নাহি পা'বে,
পদ গতিহীন হ'বে, হস্ত না নড়িবে;
ছাই মাটি শয্যা বন শ্মশান বা সিংহাসন
কি বন্ধন কি দহন বিচার ছুটিবে ॥৩৯॥
গৃহ শূন্য পড়ে' র'বে, আত্মজন ভুলে' যা'বে,
দেহ অনলের কোলে কোথা লুকাইবে;
যে যা'বার সেই যা'বে, সবি পূর্ব্ববৎ হ'বে,
দিন দুই গতে কেহ নাম না লইবে ॥৪০॥

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে আত্ম-সম্বোধনং নাম
চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

পঞ্চদশ সর্গ।

দিগম্বর বেশে যবে ভবানি! পশিনু ভবে,
এ আশঙ্কা করি নাই র'ব হেথা একা;
এ দুঃখ না হয় স'ব, অন্ত্যে ভিক্ষা পদে তব,
মৃত্যু-যবনিকা-পারে পাই যেন দেখা ॥১॥
যাঁ'র রাজ্যে বারমাস সুখে করিতেছি বাস,
তাঁ' ছাড়া কেমনে থাকি রাজ-রাজেশ্বরি!
কি সুখে পরাণ ধরি? কি আশায় কাল হরি?
অভাগাকে এ প্রবোধ দাও মা শঙ্করি! ॥২॥
ইচ্ছা হয় পদমূলে হৃদয়-কবাট খুলে'
একে একে নিবেদি যে দুঃখানলে জ্বলি;
না পাই ব্যথার ব্যথী, নাই মনোমত সাথী,
কা'র গলা ধরে' বলে' চিত্ত কর খালি? ॥৩॥
মনে করি ধরি ধরি দূরে তুমি যাও সরি',
অপবিত্র দেহ সত্ত্বে সাক্ষাৎ হ'ল না;
চিতানলে পূত হ'য়ে গেলে তব পদাশ্রয়ে,
দোহাই মা! অধন্যকে চরণে ঠেল না ॥৪॥
অসংখ্য সন্তান যাঁ'র, বাৎসল্য কি নাই তাঁ'র?
প্রবাদ,—'মাছের মার পুত্রশোক নাই';

দেহান্তে চরণে ঠাঁই পা'ব যদি আশা পাই,
নেত্রকর্ণ মুদে' কাল না হয় কাটাই ॥৫॥
শৈশবে মা! সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে সংসার-রঙ্গে
কেন না পবিত্র ছিল হৃদয় তখন;
পাপ কীট পশে' যাই দূষিল মানসে তাই,
ত্যজিলে এ অভাগাকে জনম মতন ॥৬॥
অথবা আমার পথে লুকা'য়ে মা চল সাথে,
অথচ এ পাপ নেত্রে দেখিতে না পাই;
নতুবা আত্মজে ফেলে' না যান মা রাজ্য পে'লে,
নির্হেতু-বৎসলা মার কথাই ত নাই ॥৭॥
কা'র প্রতি করি রোষ, কাহাকে বা দিব দোষ?
স্বখাত সলিলে মগ্ন হ'য়েছি আপনি,
যখন বিপথগামী হইনু অভাগা আমি,
কেন রক্ষা করিলে না মমতার খনি? ॥৮॥
তুমি ত মা অন্তর্যামী, একান্ত যে মূঢ় আমি
জেনেও সতর্ক কেন সুতে না করিলে?
পরিত্রাণ করিবার শক্তি সত্ত্বে মা! আমার,
সাবধান না করিয়া কেন মজাইলে? ॥৯॥
সংসার বেদের ঝুলি দেখিলেই যাই ভুলি',
তাই গলে তুলি' ভুঞ্জি যাতনা কেবল;
হ'লেও খড় মাটি পোরা আগাগোড়া রাঙতা মোড়া,
বলিহারি গুণপণা! রচনা-কৌশল! ॥১০॥

আগে যদি জানিতাম, তা' হ'লে কি মজিতাম
সংসারের সম্মোহন বাহ্য চটকেতে ?
স্থবির বয়সে যাই রাঙ্‌তা চটিয়াছে তাই
নিগূঢ় রহস্য কিছু পেরে'ছি বুঝিতে ॥১১॥
সে বোঝা কাজের নয়, কেন না বিবশ হয়
আজ' চিত্ত পূর্ব্ববৎ হেরিলে মূরতি ;
মুগ্ধ হরিণের দল হৃদে ধরে কত বল
উপেক্ষা দেখা'বে যাহে বাগুরার প্রতি ? ॥১২॥
বিশ্বেশ্বরি ! বিশ্বপটে বিরাজ করিছ বটে,
কিন্তু ভাগ্যে নাহি ঘটে পবিত্র দর্শন ;
চিন্তামণি হারা হ'য়ে যৎ সামান্য কাচ ল'য়ে
ভুলে রই, ঘটিয়াছে কি অধঃপতন ! ॥১৩॥
প্রকাণ্ড মধুর ভাণ্ড- মাঝে পড়ি' লণ্ড ভণ্ড,
মক্ষিকা উড়িতে আর চায় কি কখন' ?
নদী যদি কোন দিন সিন্ধু সনে হয় লীন,
পশ্চাতে ফিরিতে সে কি চায় কদাচন ? ॥১৪॥
অতীত শৈশব আর আশা নাই ফিরিবার,
হতাশ জীবন এবে মরু-মরীচিকা ;
চিত্ত হা-হুতাশময়, শান্তি পাইয়াছে লয়,
ভরসা ও পাদপদ্ম যা' কর অম্বিকা ! ॥১৫॥
নাই সাধনার বল, সাধ কিন্তু সুপ্রবল,
সিদ্ধ-যোগী-প্রলোভন লভি সে চরণ ;

লক্ষ কোটি ইন্দু আভা জিনি' যে চরণ-প্রভা,
দেব-বৃন্দ-বন্দ্য-হর-হৃদি যা' ভূষণ ॥১৬॥
স্বগুণে করিয়া দয়া যদি দাও মহামায়া !
ও অভয় চরণেন্দু নির্গুণ পামরে ;
তা' হ'লে মা বুকে ধরে' হৃন্মন্দিরে আলো হেরে
কাটাই জীবন-সন্ধ্যা প্রফুল্ল-অন্তরে ॥১৭॥
সাধে কি তোমাকে ডাকি, কেমনে মা ছেড়ে' থাকি,
না হেরে' আঁধার দেখি নয়নের তারা !
তুমি কি জানিবে তারা ! কত দুঃখী মাতৃ-হারা ?
দুঃখে তা'র অঙ্গ জ্বলে, বহে অশ্রু ধারা ॥১৮॥
গত শোচনায় আর কোন' ফল ফলিবার
সম্ভাবনা নাই, ইহা জানি মা ! যখন ;
বৃথা অনুযোগ করে' কিংবা কেঁদে' পায়ে ধরে
ধৃষ্টতা-প্রকাশে আর কিবা প্রয়োজন ? ॥১৯॥
অতএব মূঢ় মন ! খেদ করে অকারণ
কেন অপব্যয় কর অমূল্য জীবন ?
সময় বহিয়া যায়, শীঘ্র কর সে উপায়
জননী-চরণে যাহে পাইবে শরণ ॥২০॥
এখন' সময় আছে না ঘুরিয়া বাজে কাজে
জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত কর এই বেলা ;
অনন্ত কালের মত অনন্ত-নিরয়-গত
ধ্রুব হতে হ'বে যদি কর অবহেলা ॥২১॥

সরল-হৃদয় হ'য়ে অনুতপ্ত চিত্ত ল'য়ে
মাকে ডাক না করিয়া বৃথা কালক্ষয় ;
সন্তান যাতনা পে'লে মা কভু তাহাকে ফেলে'
থাকিতে নারেন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥২২॥
নিরর্থ সময় হরে' পশ্চাৎ চরণে ধরে'
মার কাছে খেদ করে' কিবা ফলোদয় ?
এ কথা জানিয়া সার যাহা কিছু করিবার
সত্বর কররে ক্রমে আয়ুঃক্ষয় হয় ॥২৩॥
বহুকাল এ বিদেশে বেড়া'তেছ ভেসে' ভেসে,'
আর' কতদিন র'বে কর এ প্রত্যাশা ?
জীব-নিশা হ'বে ভোর, ছাড়িয়া ঘুমের ঘোর
প্রাচী-ভালে হের উষা ত্যজরে দুরাশা ॥২৪॥
কোথা আছ মা ! আমার এ কিঙ্করে কর পার,
মৌখিক বিলাপ হেন করিলে সদাই
না জন্মিবে মার দয়া, পে'তে তাঁ'র পদ-ছায়া
সরলতা, কাতরতা, অনুশয় চাই ॥২৫॥
নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান যবে পে'য়ে তিরোধান
বিমল-সরসী-প্রায় হইবে হৃদয় ;
মার সুপবিত্র মূর্ত্তি হৃন্মুকুরে পা'বে স্ফূর্ত্তি,
কোটি পূর্ণচন্দ্র যেন লভিবে উদয় ॥২৬॥
ক্ষীণ দেহে নাই শক্তি, পাপ হৃদে নাই ভক্তি,
গতি-শক্তি গতপ্রায় বুদ্ধি আসে যায় ;

তুচ্ছধন-জীবনাশা নাহি ঘোচে কি তামাসা !
কিছুতেই হ্রস্ব নয় ক্রমে বৃদ্ধি পায় ! ॥২৭॥
আত্মার ভঙ্গুর গেহ অস্থিচর্ম্ম সার দেহ
পরিহরি' যে সময়ে জীবাত্মা পলা'বে ;
স্পর্শ করিবে না কেহ, সবে হ'বে বীতস্নেহ,
ধর্ম্ম বিনা কোন' বন্ধু সঙ্গে নাহি যা'বে ॥২৮॥
অসার-সংসার-সার ভব-সিন্ধু-কর্ণধার
নিখিল-সন্তাপ হর ধর্ম্মরূপ ধন
সংগ্রহে আগ্রহ কর, যাহে র'বে নিরন্তর
আনন্দময়ীর কাছে আনন্দে মগন ! ॥২৯॥
পার্থিব মা হারা হ'য়ে বিজাতীয় কষ্ট স'য়ে
রে মূঢ় ! কিছুতে তো'র চেতনা হ'ল না ?
যদি ত্রিভুবনেশ্বরী মা দেন করুণা করি'
পদে ঠাঁই, সে পদের নাই রে তুলনা ॥৩০॥
মৃত্যু-শয়নীয়ে যবে অসহায় পড়ে' র'বে,
দাঁড়া'বে স্বজন ঘিরে' সজল-নয়নে ;
বৃশ্চিক-দংশন-প্রায় দগ্ধ হ'বে যাতনায়
তখন শরণাগত হবে কি চরণে ? ॥৩১॥
কি দিবা কি বিভাবরী মিছে কাজে খেটে' মরি,
নিরর্থ কাজের কিন্তু অন্ত নাহি পাই ;

৩০। সে পদের,—সে আধিপত্য বা ঐশ্বর্য্যের।

কলুর বলদ মত, ঘুরিতেছি অবিরত
অথচ আরম্ভ যেথা সেথা থেকে' যাই ॥৩২॥
বৃথা কাজ ফেলে' রাখ, পথ দেখ, মাকে ডাক,
বসা'য়ে হৃদয়-পদ্মে ভাব ভবানীরে ;
বিশ্বের জননী যিনি, কাতর সন্তানে তিনি
অবশ্য আশ্বাস-বাণী দেবেন অচিরে ॥৩৩॥
এই বেলা আত্ম-জ্ঞান লভি' হও সাবধান,
আত্মাই পরম ধন থাকে যেন মনে ;
প্রতি দেহধারী আত্মা ব্যস্ত রূপ পরমাত্মা
এক বস্তু ভিন্ন নয়, রাখিবে স্মরণে ॥৩৪॥
ক্রমে যত দিন যায়, ভোগ-তৃষা বৃদ্ধি পায়,
সাধনার অবসর কভু নাহি ঘটে ;
বৃথা পারত্রিক আশা ! মোহ মদিরার নেশা
যে পর্য্যন্ত একবারে না যাইছে ছুটে' ॥৩৫॥
তোমা ছাড়া এ বিদেশে বহুকাল ভেসে' ভেসে'
বেড়া'য়ে হ'য়েছে মাতঃ মন উচাটন ;
যে দেশে ছিলাম আগে সেই দেশ ভাল লাগে,
এ বিদেশ নয় তত মনের মতন ॥৩৬॥
সে দেশ পড়িলে মনে অশ্রু ঝরে দু'নয়নে ;
ইচ্ছা হয় যাই উড়ে' তথায় এখনি ;
যে দেশে বসে না মন, কেন সেথা অকারণ
ফেলে' রাখ অকিঞ্চনে ওমা কাত্যায়নি ! ॥৩৭॥

লীলাময়ি বিশ্বমাতঃ কেলি কর রঙ্গে কত,
অভাগার দশাত্ত মা ! ভুলেও ভাব না ;
এ সংসার সুধাময় অথবা গরলময়
বুঝিতে পারি না, কিন্তু সহে না যাতনা ॥৩৮॥
কেন হেথা রাখ ফেলে’? যেথা গেলে শান্তি মেলে,
সেথা মোরে সঙ্গে করে’ চল না মা ! নি’য়ে ;
তাড়না করিয়া এত তবু কি মনের মত
হ’ল না তোমার ? ওমা পাষাণের মেয়ে ! ॥৩৯॥
অখিল মঙ্গলালয়া তুমি যে মা মহামায়া
জানি তবু মনোদুঃখে অনুযোগ করি ;
বল আর’ কত দিন শোধিবারে ভব ঋণ
ত্বদধীন দীন হীন র’বে দেহ ধরি’ ॥৪০॥
বিশ্বের ঈশ্বরী তুমি বিশ্ব তব লীলাভূমি,
কে আমি ন-গণ্য কীট শিক্ষাদি তোমারে ?
শিক্ষা ও পরীক্ষা স্থান বিশ্বে না করিয়া জ্ঞান,
ধৃষ্টতা প্রকাশ হেন করি বারে বারে ॥৪১॥
জননী মঙ্গল তরে তনয়ে তাড়না করে,
পরিবর্ত্ত-সহ নহে এ বাঁধা নিয়ম ;
সংসার-গারদে তাই রুদ্ধ আছি সর্ব্বদাই
জানি, তবু মাঝে মাঝে কেন ঘটে ভ্রম ? ॥৪২॥
তব ইচ্ছা ইচ্ছাময়ি ! যা’ হ’ক্ মঙ্গল ঐ
এ ভেবে’ রহিনু ভবে মাতঃ ! ধৈর্য্য ধরে’ ;

ভৃত্য বলে' যবে মনে করিবে এ অভাজনে
তখন চরণে স্থান দিও কৃপা করে' ॥৪৩॥
একদা মনের মত সুখের সামগ্রী যত,
সকলি দিয়াছ মাতঃ দয়া ভাবি' মনে ;
নিজে ভাগ্যহীন যাই তাই সুখী হই নাই,
কৃপণতা কর নাই কৃপা-বিতরণে ॥৪৪॥
মুক্ত হস্তে অকাতরে কৃপা করে এ পামরে
যাহা কিছু বাঞ্ছনীয় দিয়াছিলে তাই ;
অদৃষ্টে থাকিলে দুঃখ কে হেরে সুখের মুখ ?
সুখোপকরণ সত্ত্বে সুখী হই নাই ॥৪৫॥
পোড়া মানুষের ভালে সুখ নাই কোন' কালে,
বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ সুখী নয়,
সুখের নিদান ভূত বস্তু হস্ত বহির্ভূত
না হ'লে নরের জ্ঞান কিছুতে না হয় ॥৪৬॥
না নিরখি' অধস্তনে, হেরি মাত্র উচ্চ জনে,
মদপেক্ষা কত দুস্থ আছে তা' ভাবি না ;
কত শত অসহায় বিকলাঙ্গ রুগ্নকায়
পথে গড়াগড়ি যায় সে দিকে হেরি না ॥৪৭॥
যদি তাহা হেরিতাম, খেদ নাহি করিতাম,
কৃতজ্ঞতা জানা'তাম পরম পিতারে ;

৪৭। "অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্ব এব দরিদ্রতি ॥"

আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য গণিয়া হ'তাম ধন্য,
না হ'তাম খিন্ন কভু দুঃখ-গুরুভারে ॥৪৮॥
খেলিতে ভবের খেলা লেগে'ছে পাপের ধূলা
কৃপা করে' পদ্ম হস্ত সর্ব্বাঙ্গে বুলা'য়ে
নিষ্কলঙ্ক কর মোরে ; না পাঠা'য়ে ভব ঘোরে
শাসন কর মা ভৃত্যে পদাশ্রয় দিয়ে ॥৪৯॥
কবির যোগীর ধ্যান ভোলা মহেশের প্রাণ
ও মা শিবে ! এ সেবক লীলা সাঙ্গ করে'
যে দিন অবশ অঙ্গে পড়ে' র'বে ভবরঙ্গে,
বরদে! এ বর দাও, 'তারা' বুলি ধরে,—॥৫০॥
শরীর-পিঞ্জর ছেড়ে' নিত্যধামে গিয়া উড়ে'
জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ পাখী আনন্দে বিহরে ;
বদ্ধ হ'য়ে মায়া-ডোরে খিন্ন হ'য়ে ভবে ঘুরে'
ডাকি তো'রে, তার তারে ! কাতর কিঙ্করে ॥৫১॥

অত্রৈব শিবম্।

শুভমস্তু। শ্রীরস্তু। ব্রহ্মার্পণমস্তু।

ইতি শ্রীহিমালয়কাব্যে উপসংহারোনাম পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।